

କୁହୁ ଓ କେକା



ଶ୍ରୀମତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ

ଏକ ଟାକା

প্রকাশক
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,
২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা

Uttaraj and Jai Krishna Public Library
Accn. No. 28820 Date.....

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা,
শ্রী রিচরণ মাস্তা দ্বারা মুদ্রিত

এই গ্রন্থের অল্প কয়েকটি কবিতা ভারতী, প্রবাসী,
সাহিত্য, বঙ্গদর্শন এবং আরও দুই একখানি কাগজে ইতি
পূর্বের প্রকাশিত হইয়াছে। বেশীর ভাগ নূতন।

সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত
অসিতকুমার হালদার মহাশয় এবারেও আমার পুস্তকখানির
সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছেন ;—প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি
তাঁহারই।

রাখী পূর্ণিমা)
১৩১৯)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

କବି ଓ ବକ୍ତୃ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦ୍ଵିଜେନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ବାଗଚୀ

କରକମଳେଷୁ

সূচী

দুইস্বর	...	...	...	১
জ্যোৎস্না-মদিরা	...	...	...	৪
কু ?	...	...	...	৪
মদন-মহোৎসবে	...	...	...	৫
মধুমাসে	...	...	...	৭
গান	...	...	...	৭
চাকাক ও মঞ্জুভাষা	...	...	...	৮
সহজিয়া	...	...	...	১৫
লীলার ছল	...	...	...	১৬
অবগুণ্ঠিতা	...	...	...	১৭
লব্ধ-তুলভ	...	...	...	১৭
প্রিয়-প্রদক্ষিণ	...	...	...	২১
তুমি ও আমি	...	...	...	২৩
অকাঁরণ	...	...	...	২৪
পান্ধীর গান	...	...	...	২৮
মৃগা	...	...	...	৩৬
গ্রীষ্ম-চিত্র	...	...	...	৩৭
সাড়ে চুয়াত্তর	...	...	...	৩৮
গ্রীষ্মের সুর	...	...	...	৪০

অন্তঃপুরিকা	...	...	...	৪২
আনন্দ-দেবতার প্রতি	...	...	...	৪৩
দরদী	...	...	...	৪৫
রিক্তা	...	...	...	৪৬
কনক-ধূতুরা	...	...	...	৪৭
চাতকের কথা	...	...	...	৪৮
ঝোড়ো হাওয়ায়	...	...	...	৫০
বজ্র কামনা	...	...	...	৫২
যক্ষের নিবেদন	...	...	...	৫৫
হৃদ্দিনে	...	...	...	৫৭
অভয়	...	...	...	৬০
বর্ষা	...	...	...	৬০
নাগ পঞ্চমী	...	...	...	৬২
রামধনু	...	...	...	৬২
প্রাবৃটের গান	...	...	...	৬৩
নূতন মানুষ	...	...	...	৬৫
প্রথম হাসি	...	...	...	৬৬
ভাদ্রত্রী	...	...	...	৬৮
তখন ও এখন	...	...	...	৬৯
ওগো	...	...	...	৭০
কাশ ফুল	...	...	...	৭২
জোনাকী	...	...	...	৭৪
ফুল-সাগ্রি	...	...	...	৭৫

জবা	...	...	...	৮০
ছায়াছিন্না	...	...	...	৮১
সংকারান্তে	...	...	...	৮৩
ছিন্ন মুকুল	...	...	...	৮৪
ভূই চাপা	...	...	...	৮৭
ধূলি	...	...	...	৮৯
মাটি	...	...	...	৮৯
গঙ্গার প্রতি	...	...	...	৯০
শোণ নদের প্রতি	...	...	...	৯২
বারাণসী	...	...	...	৯৩
হিমালয়াষ্টক	...	...	...	৯৭
কাঞ্চন শৃঙ্গ	...	...	...	৯৯
মেঘলোকে	...	...	...	১০৩
চুড়ামণি	...	...	...	১০৯
লরেল্	...	...	...	১১০
দার্জিলিঙের চিঠি	...	...	...	১১১
সিংহল	...	...	...	১১৬
সিদ্ধিদাতা	...	...	...	১১৭
ওঙ্কার-ধাম	...	...	...	১১৯
পদ্মার প্রতি	...	...	...	১২২
পাগলা বোরা	...	...	...	১২৪
শূদ্র	...	...	...	১২৬
মেথর	...	...	...	১২৭

পথের স্মৃতি	...	...	...	১২৮
হৃর্ভিক্ষে	...	...	...	১৩০
সংশয়	...	...	...	১৩২
হাহাকার	...	...	...	১৩৩
শূন্তের পূর্ণতা	...	...	...	১৩৪
১৪ই জ্যৈষ্ঠ	...	...	...	১৩৪
শ্রীশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে	...	...	...	১৩৬
সাগর-তর্পণ	...	...	...	১৩৭
ঋষি টল্‌ষ্টয়	...	...	...	১৩৯
কবি-প্রশস্তি	...	...	...	১৪০
অর্ঘ্য	...	...	...	১৪৪
নিবেদিতা	...	...	...	১৪৫
নফর কুণ্ডু	...	...	...	১৪৬
দেশবন্ধু	...	...	...	১৪৭
জ্যোতির্মণ্ডল	...	...	...	১৪৮
বিশ্ববন্ধু	...	...	...	১৪৯
চৌদ্দ প্রদীপ	...	...	...	১৫০
বন্দরে	...	...	...	১৫২
ছেলের দল	...	...	...	১৫৪
কানোর আলো	...	...	...	১৫৬
আমরা	...	...	...	১৫৮
ফুল-শির্ষি	...	...	...	১৬২
গান	...	...	...	১৬৪

আমি	...	...	...	১৬৬
ভোজ ও পুত্তলিকা	...	...	...	১৬৮
নষ্টোদ্ধার	...	...	...	১৭১
কাঁটা ঝাঁপ	...	...	...	১৭৩
গান	...	...	...	১৭৪
সুদূরের প্রার্থনা	...	...	...	১৭৫
শীতান্তে	...	...	...	১৭৫
সুদূরের যাত্রী	...	...	...	১৭৭
আবার	...	...	...	১৭৯
পুনর্নব	...	...	...	১৭৯
প্রভাতের নিবেদন	...	...	...	১৮০
পরীক্ষা	...	...	...	১৮১
পথের পঙ্কে	...	...	...	১৮৩
যথার্থ সার্থকতা	...	...	...	১৮৪
পিপাসী	...	...	...	১৮৫
সফল অশ্রু	...	...	...	১৮৬
প্রার্থনা	...	...	...	১৮৬
ভিক্ষা	...	...	...	১৮৭
আকিঞ্চন	...	...	...	১৮৯
নমস্কার	...	...	...	১৯৩
নিশান্তে	...	...	...	১৯৫
দেবদর্শন	...	...	...	১৯৫



কুহু ও কেকা



দুই সুর

কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি,
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি' মন চুরি !
কুজ্জাটিকা-কুটিল নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা,
দোলায় তৃণ-বল্লরীতে মঞ্জু ফুল-মঞ্জরী !

বনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে,
কিশোর কিশলয়ের আশা তাঁরি সে সুরে সন্তরে !
শীতের গড়ে পাথর নড়ে—মুঁহুঁহু হয় ঢিলা,
মোচন হ'ল বন্দী যত মুকুল কুহু-মন্তরে !

কুহ ও কেকা

সুখীর সুখী শিখী সে নাচে হেলায়ে গ্রীবা গৌরবে,
আওধাজে তার কদম ফোটে,—কানন ভরে সৌরভে ;
‘বলাপ মেলি’ করে সে কেলি রোদ্রে স্নেহ সঞ্চারি’,
‘খনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে !

দগ্ধ দেশে মুগ্ধ নাচে নয়ন মেখে অর্পিয়া,—
মেহুর নভে ধুমল ফণী বেড়ায় যবে দর্পিয়া !
তমাল ‘পরে নৃত্য করে কুহক কেকা উচ্চারি’,
মুচ্ছি’ পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া !

বনের কুহ, বনের কেকা,—কুহক-ভরা যুগ্ম-রাগ,
দেয় গো বাঁটি নিখিল মাঝে আনন্দেরি যজ্ঞভাগ !—
অনাদি সুধা,—অনাদি সোম,—হয় না কেহ বঞ্চিত ;
অনাদি সাম, অনাদি ঋক পূর্ণ করে বিশ্ব-বাগ ।

মনের কুহ,—মনের কেকা,—অনাদি তারো মুচ্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না ।
গহন-গেহে নিভূতে রহে নিখিল-হৃদি-সঙ্গিত,
মিলিয়া আছে উহারি মাঝে বরষা সাথে জ্যোৎসনা ।

আপনি পড়ে ছন্দে ধরা আপনি তার উদ্বোধন,—
ক্রোধী কাঁদে করুণ কুহ,—কবি সে—কেকা,—সুক মন ।

কুহু ও কেকা

উলসি' ওঠে গুপ্তকোয়া স্তম্ভ নদী স্তম্ভের,
কল্পলতা মুকুল মেঘি' বিতরে চির গুপ্ত-ধন ।

আদিম কুহু, আদিম কেকা,—ধরিবে কেবা ছন্দে সে,—
—জনম যার কামনা লোকে মনের অগোপন দেশে ;—
ফুটায়ে ফুল, ছুটায়ে হাওয়া, লুটায়ে ফণা ভুজঙ্গের
মিলায়ে হুঁহু গাহিবে মুহু—গাহিবে মহানন্দে সে ।

ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে,—গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে !
কামনা বুঝি কনক-ধ্বনী স্মেরু চূড়া লজ্জিতে !
মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিথিবে তারি মুচ্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ-তটে অযুত শত ভঙ্গীতে ।

হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ কুহুর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহবরে !
খেয়ানে দৌহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎসনা
শ্মিরিতি সাথে পীরিতি, আজি মদ্র-মধু মস্তুরে ।

কুহ ও কেকা

জ্যোৎস্না-মদিরা

চন্দ্র ঢালিছে তন্ম্রা নধনে,
মল্লিক বনে ঢালিছে মায়া ;
ছায়ায় আর্দ্র আলো থানি আজ
আলো মাথা ফিঁকে হাক্কা ছায়া !
সুদূর-স্বপন-বিধুর প্রাণ,
উঠিছে মৃদল মধুর গান,
মৃদল বাতাসে মর্মর ভাষে
উছসি' উঠিছে বনের কায়া !
স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে,
গাহে অন্তর কত না ছন্দে,
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া !

কু ?

বসন্তের প্রথম উষায়
ফুলদলে জাগাবে বলিয়া
বহিল দক্ষিণ বায়ু ;—কে আজি সুধায়
মুহমুহ আনন্দে গলিয়া ?—‘কু ?’

কুহু ও কেকা

মধু আঁগো, মধুর বাতাস
বুঝি তারে করেছে বিহ্বল,
ভুলে গেছে বন্দ, দ্বিধা, দুখের আভাস.
তাই সে সুধায় অবিরল—‘কু?’

সে যে আজ মেলেছে গো পাখা,
দেখেছে গো সৌন্দর্য্য অপার,
হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাথা,
তাই বুঝি পুছে বারম্বার—‘কু?’

বিধাতা করেছে তারে কালো,—
নীরব শিশিরে বরষায়,
তবু সে ফেলেছে বেসে জগতেরে ভালো
প্রেমোচ্ছ্বাসে তাই সে সুধায়—‘কু?’

মদন-মহোৎসবে

বন উপবন আলো ক’রে অশোক ফুটে আছে,
অশোক ফুলের রূপটি ঠাকুর ! চাইছি তোমার কাছে ;
চোখের দাবী মিটলে পরে তখন ধোঁজে মন,
তাই তো প্রভু ! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন ।

কুহ ও কেকা

মল্লিকা ফুল হাসছে হরি' হাওয়ার, মগজ মন,
মনোহরণ বিজাটি দাও—এ মোর নিবেদন;
মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে শক্তি যেন হয়,—
নইলে, শুধু রূপের আদর—হয় না সে অক্ষয় ।

আমের মুকুল জাগছে আকুল ফলের আশা নিয়ে,
সফল কর আমায় ঠাকুর ! প্রেমের পরশ দিয়ে ;
প্রিয় আমার স্নেহের নীড়ে স্নিগ্ধ যেন রয়,
মনের মোহ ফুরিয়ে গেলেও প্রাণের পরিচয় ।

গন্ধ-মধু-রূপ-সায়রে ভাসছে নীলোৎপল,—
নিখুঁৎ-নধর অটুট-আদর সোহাগ-শতদল ;
রূপে, রীতে, মাধুরীতে অমনি হ'তে চাই,
চোখের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে যেন যাই ।

মল্লিকা ফুল, আমের মুকুল, অশোক, নীলোৎপলে,
ঠাকুর তোমার চরণ পূজি,—পূজি নয়ন জলে ;
অরুণ অরবিন্দ সম তরুণ এ হৃদয়,—
তোমার বরে কামনা তার সফল যেন হয় ।

মধুমাসে

যে মাসেতে পুষ্পে মধু,—

মধু মধুকরের মুখে,—

হিয়া যখন হাওয়ার আগে

• হয় গো মদির অধীর • সুখে ;—

আঁখি আকুল অবেষণে

ফিরছে যখন বনে বনে,—

মুহমুহ কুহ স্বরে

তন্ত্রী ছলে উঠছে বৃকে ;—

তখন তুমি দিলে দেখা অমনি

ফুলের বনে ফুলের রাণী রমণী !

অমনি বিপুল সুখের ভরে

আকুল আঁখি উঠল ভ'রে,

পুলক হাসি পাগল বাঁশী

বিদায় দিল মৌন হুখে !

গান

মুখখানি তার পদকলি

ভাষের হাওয়ার দোহল-হল !

সুখের স্বপন, বৃক্ষের সে ধন,

হুখের আপন সে বুলবুল ।

কুহ ও কেকা

ভুবন-ভোলা নয়ন ছ'টি ..
খোঁজে না ছল, নয়না' ছিটি,
ছুটির হাওয়া ছুটিয়ে দে' দেয়,—
আপন-ভোলা মধুর ভুল !
উড়ো পাখীর লাগ'ল প্রশ
তাইতো রে মন গেল উড়ে,
কি এক হাওয়া জাগ'ল সরস
স্বপন-স্বথের ভুবন জুড়ে !
তড়িৎ-ভরা মেঘের মতন
হৃদয় জুড়ে জাগ'ল চেতন,
দেবতা সে কোন্ ছদ্মবেশে
কল্পলতার কাম্য-ফুল !

চার্কা ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্কা,
সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্ঝাঁক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন ।
হৃদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্রামলেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল ।

তীরে তীরে ধন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি
রশ্মি-মধু বরিছে মদির ।

চলিয়াছে চার্বাক কিশোর,
অকুণ্ঠিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলি সম
রুদ্ধ প্রাণে হৃদয় নিরন্তর ।
“আজি যদি মঞ্জুভাষা আসে এই পথ দিয়া,
চকিতে আঁচলখানি নেব তার পরশিয়া,
সে যদি জানিতে পারে ! সে যদি পালটি চায় !
মাগিয়া লইতে ক্ষমা আমি কি পারিব, হায় !
সে এলে অবশ্য তবু, কথা না জুয়ায় আর !
কত যেন অপরাধ,—আঁখি নোয় বারবার !
সময় বহিয়া যায়, চলে যায় রূপসী,
রাখিয়া রূপের স্মৃতি ডুবে যায় সে শশী ।

* * *

“কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা !

পিতা যদি সর্বশক্তিমান
পুত্র কেন তাপের অধীন ?

কুহ ও কেকা

পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন ?
নাহি—নাহি—নাহি হেন জন,
বিধি নাই—নাহিক বিধান ;
কোন্ ধনী পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান ?

মোরা যে বিশ্বের পরমাণু
স্নেহ প্রেম মোদেরো প্রবল ;
আর যেই ত্রিলোকের পিতা
তারি প্রাণ পাষণ-নিশ্চল ?

দাসীপুত্র যারা জন্মদাস
ভয়ে ভক্তি জানি তাহাদের,
আজন্ম যে হ'তেছে নিরাশ,—
সেও রত তোষামোদে ফের !
ধিক ! ধিক ! মরণের দাস !
মুখে বল পুত্র অমৃতের !

ছিল দিন,—হাসি আসে এবে;—
নখে চিরি' বক্ষ আপনার,
আমিও ক'রেছি লোহদান
লৌহময় পারে দেবতার ।

বালকের অখল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,

এব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমনি ।

ফল তারি ?—পদে পদে বাধা

আজ্ঞানম,—বুঝি আমরণ !

মরণের পরে কিবা আর ?

নাহি—নাহি—নাহি কোনো জন ।”

অকস্মাৎ চাহিল চার্বাক

পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,

রশ্মি-রসে ডুবু ডুবু বন,

আবিভূতা বনে বনদেবী !

মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী

শিরে ধরি’ পাষণ কলস,

আসে ধীরে আশ্রম বাহিরে

গতি ধীর, মস্থর, অলস ।

পর্ণরাশি-মন্মথ-মঞ্জীর

পদতলে মরিছে গুঞ্জরি’ ;

অযতনে কুন্তলে বকলে

লগ্ন তার নীবার মঞ্জরী ।

লতিকার তন্তু সে অলক,

মঙ্গল-প্রদীপ আধি তার ;

পরিপূর সংঘত পুলকে

কপোল সে পুষ্প মহয়ার ।

কুহ ও কেকা

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে স্তম্ভ অভিমান ;
স্বাহলতা চন্দনের শাখা, °
বর্ণ তার চল্লিকা সম্মান ।
চাহিয়া, সহসা বালা ডাকিল চার্কাকে

“ওগো ! শোনো শোনো
শুনিলু এনেছ তুমি মৃগ শিশু এক,
আছে কি এখনো ?”

মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্কাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক !

কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন
“সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরণ ;—
যেয়ো একদিন !

আজ যাবে ?” মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্কাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে “না,না, আজ ?—আজ থাক !”
আধেক বিস্ময়ে !

সহসা সংবরি আপনায়,
কহে বালা চাহি মুখপানে,

“শুনিম্ম মা-হারা মৃগ শিশু
মৃত মৃগী কিরাতেৰ ব্যাধি ;
ইচ্ছা করে পালিতে তাঁহায়,—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ ;
পড় তুমি,—ঔবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন ।
বল, আমি মা হ’ব তাহার ।”
“তাই হোক” কহিল চার্কাক,
“আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি ।” কহি যুবা হইল নির্ঝাক ।
কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চলে গেল মরাল গমনে
জল নিতে ক্রোধ-সরোবরে ।
আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্কাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
স্বথভরে চুমে মৃগটিরে ।
“ঠেকেছিল মনোতরী থান্
প্রাণ-নাশা সংশয়-চমায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায় ।

কুহ ও কেকা

যত ক্লিছু ছিল বলিবার
না বলিতে হ'ল যেন বাণী,
ষোঝা—সোজা হ'ল মনে মনে,
ধুয়ে গেল যত মাটি মলা ।

ছিল ঠেকে মনোতরীস্থান,—
চলিল সে কাহারু ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি হুজুর মহান ?
কে দেবতা এলে আশিষিতে ?—

“এ আনন্দ কে দিলে আমায় ?—
আশা-সুখে মন পরিপূর !
এতদিন চিনি নি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর !”

রাত্রি এল ;—শয্যাতে জাগিয়া চার্কাক,
আশা-সুখে ধত্ত মানে জন্ম আপনার ;
নিগুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার !

সেই একদিন শুধু জীবনে চার্কাক
নত হ'য়েছিল নিজে চরণে ধাতার ;
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন,—
সে যে আনন্দের দিন,—দে যে প্রত্যাশার ।

সহজিয়া

ফুলের যা' দিলে হু'বে নাকো ক্ষতি

অথচ আমার লাভ,

আমি চাই সেই সৌরভ,—গুধু—

অতল অতল ভাব ।

আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া

আমি চাই মধু-মশ-গুল হাওয়া,

অন্তরে চাই গুধু রূপসীর

অরূপ আবির্ভাব,

যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু

আমার পরম লাভ ।

বস্তুটি হ'তে ছি'ড়িতে না চাই

দিতে নাহি চাই দুখ,

সহজ প্রেমের অমল আমোদে

ভরিয়া উঠুক বুক !

ঘাটিতে না চাই দুনিয়ার মাটি

তারি মাঝে মিশে রয়েছে যা' খাঁটি,

নিতে হ'বে সেই পরশ মণির

চুষিত সৌনাটুক,

কারো কোনো ক্ষতি হ'বে না, অথচ

আমির ভরিবে বুক ।

‘লীলার ছল’

আমি যদি চাই, অবগুণে
‘তুমি মুখখানি ঢাক’;
নয়ন ফিরালে, তবে, অনিমিখে
কেন গো চাহিয়া থাক !
এমনি করিয়া চিরদিন কিগো !
জড়িয়ে রাখিবে মোরে ?
তবু কাছাকাছি হবেনা ? আমার
জীবন দিবে না ভ’রে ?
নয়ন তোমার করে অনুনয়,
তুমি দূরে সরে থাক !
লীলার হেলায় মেঘের মেলায়
রঙীন স্বপন আঁক !
পূজা চাও তুমি হৃদয়-প্রাণের
হায় গো পাষণ-দেবী !
তবুও আমায় ধন্য হইতে
দিবে না তোমায় সেবি’ !
ফাগুন ফুরায় ফুল ঝরে যায়
ওগো কোতুকি রাখ,
হৃদয়ের পুরে, ‘পরিচিত সুরে
ডাক গো বারেক ডাক ।

অবগুণ্ঠিতা

আমি বসনে ঢেকেছি মুখ !
দেখিতে তোমায় !
দূরে সরে যাই, শুকে
আঁকিতে তোমায় !
তুমি অভিমান-ভরে ফিরে যেয়ো না,
নিরাশ নয়নে বঁধু তুমি চেয়ো না ;
'আমার ভুবন ভরি'
আছ দিবা-বিভাবরী,
আখির পুতলি ! হেরি
আঁখিতে তোমায় !

লব্ধ-তুল্য

হে মম বাঞ্ছিত নিধি ! সাধনার ধন !
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির আকিঞ্চন !
করণ-লোচনা !
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা ।
মলিন ধুলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জোছনারি মত তবু অঙ্গে গানি নাই !
অগ্নি ইন্দুলেখা !
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা ।

কুহ ও কেকা

নহি আর সমুদ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে,
ফিরি নাক' দেখে দেশে নিষ্ফল সন্ধান ;
হে অমৃত-ধারা !

উজ্জ্বল কটাক্ষের ভিক্ষা হ'য়ে গেছে সারা ।

এসেছ হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি' দশ দিক মন্দার সৌরভে ;
আমি মুগ্ধ চিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমারি ইঙ্গিতে !

আপনি মগন হ'য়ে গেছি আপনাতে,
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আশাতে !
যাহার সন্ধান

তুমি এসে ধরা দেছ ? হায়, কে তা' জানে

সংসারের মাঝে ছিন্ন সন্ন্যাসী উদাস,
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস,
আনিলে চেতনা,
হৃথের গদগদ সুখ, সুখের বেদনা !

ভেবেছিল জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,

কুহু ও কেকা

মর্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে !

আজি মোর সর্ব চিত্ত সারা ভরু ভরি',
আনন্দ অমৃত-ধারা ফিরিছে সঞ্চরি' !

নীরবে নিভতে
আমাতে বিশেষ তুমি, অগ্নি অনিন্দিতে !

জীবনে এসেছ পূর্ণা ! রিক্তা তিথি-শেষে,
মানসী দিয়েছ দেখা মানুষের দেশে,
অগ্নি স্বপ্ন সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি' ।

তুমি সে বালিকা যার চম্পক অঞ্জুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি !
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া ।

শিয়রে সোনার কাঠি ঘুমাইতে তুমি,
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি' !
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে ।

কুহ ও কেকা

তোমারি পরশ বহে বসন্ত বাতাস,
বর্ষা-জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস !
মূর্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্য-মণি ছিল চম্পকের সাথে ।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালোচুল খুলে;
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে ঢুলে ;
সন্ধ্যা সরোবরে
গন্ধতুণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে স'রে !

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে ;
আজ একেবারে
মর্ত্তে এলে মূর্ত্তি ধরে আমারি দুয়ারে !

মুগ্ধ মোরে ক'রেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি',-
ধুয়ে মুছে দেছ গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি,
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী ।

প্রিয়-প্রদক্ষিণ

প্রিয়ার ও ঠাণ্ডা তনু সে কোন্

• দেবতার মন্দির !

বন্ধনহীন মন উদাসীর

• আলয় সে শান্তির ।

তাহারে ঘিরিয়া ঘুরিছে হৃদয়

ঘুরিছে রাত্রিদিন,

উৎসুক স্মৃতি কোতুকে তারে

করিছে প্রদক্ষিণ !

ফিরিছে হৃদয় কুন্তলে তার

ফিরিছে কপোলে, চোখে ;

অধরে, উরসে, চরণে পানিতে

ফিরিছে তাম্র-নখে !

ফিরিছে আঙুলে, ফিরিছে জড়ুলে,

ফিরিছে ভুরুর তিলে,

ফিরে অবিরাম,—কোতুলের

ঋণ নাহিক মিলে ।

কুহ ও কেকা

ঘুরি গো যাত্রী দিবস রাত্রি
অনুপ দেউল ঘিরে,
নূতন প্রেমের নিশ্চল-করা
‘নিশ্চালি’ ধরি’ শিরে !
কত হাসি কত পুলক-অশ্রু
কবি গো আবিষ্কার,
দৈব প্রসাদে খোলে দেউলের
নূতন নূতন দ্বার !

নূতন প্রণয় নব পরিচয়
নব রাগিণীর গীতি,
কত জনমের মূর্ছনা তাতে
মূচ্ছিত কত স্মৃতি !
প্রিয়ার দিঠিতে ভোলামন আজ
হয়েছে জাতিস্মর,
দৈব আলোকে ভ’রেছে ছ’চোখ
ভরেছে নীলাম্বর !

প্রিয়ার রূপের অন্ত নাহিরে
নূতন সে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে তার শোভা নব নব
হেরি নিশ্চল মনে !

উদ্বেল তাই হৃদয়-পরাণ
নাচিছে রাত্রি দিন ;
নিবিড় পরশ আঁখি সনে করে
প্রিয়ারে প্রদক্ষিণ !

তুমি ও আমি

তুমি আমি—আমরা দৌহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে ;—ছিলাম যখন পাপড়ি-ঘেরা সিংহাসনে ;
আমার ছিল সোনার রেণু, মিশ্র মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্য-কেশর আমি তোমার ছিলাম পাশে ।

হঠাৎ কি যে মর্জি হ'ল,—হঠাৎ কেমন হ'ল মতি
তফাৎ হয়ে গেলাম দৌহে,—বিমুখ পরস্পরের প্রতি !
দীর্ঘ দিনের তপস্বীতে কার্মী হ'ল ছাড়াছাড়ি,
আমি ক্রমে হ'লাম পুরুষ, তুমি প্রিয়ে হ'লে নারী ।

তফাৎ হয়েই ফুটল আঁখি,—দেখতে পেলাম পরস্পরে—
ভিতর থেকে টান পড়েছে,—টল্বে নাকো থাকলে স'রে ;
'নোল' দিয়ে তাই এগিয়ে একাম,—এগিয়ে হটে গেলাম পিছে,
মান অভিমান জাগল দীর্ঘদিন,—মিলন বাধা বাড়ল মিছে ।

কুছ ও কেকা

আজ বিরহের দারুণ দাহে পরস্পরে চাইছি মোরা,—
আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় ক্ষেথের জলে ঝরছে ঝোরা ;
আর মিলনের নেইক আশা মোমাছিদের ঘটকালিতে,
ভাঙা এ মন জুড়িতে এখন হচ্ছে নিতি জোড়-তালিতে !

তফাৎ হ'য়ে নেইক তৃপ্তি, দু' ঠাই হ'য়ে দুখ ঝেনেছি,
লাভের মধ্যে, হায় গো বিধি, হারিয়ে-পাওয়ার স্বাদ জেনেছি ;
হারিয়ে-পাওয়া ! গভীর সে স্মৃতি !—প্রবল সে যে দুখের বাধায় !
বিচিত্র সে নূতন মিত্র !—এক সাথে সে হাসায় কঁাদায় !

ফুল জনমে অভেদ ছিলাম,—যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে,
আজ আমাদের এই মিলনে সেই কথাটিই জাগছে মনে ;
দূরে স'রে হুনিয়া ঘুরে আবার মিলন এই জনমে,
যুক্ত দৌহার যুক্ত হৃদয় আজ বিধাতার পায়ে নমে ।

অকারণ

শূন্য যখন গাঙিনীর তীর,
পথে কেহ নাই চলে,—
গড়ে নাক দাঁড় থেয়ে তরগীর
তিমির-মগন জলে,—

নীলাশ্বরীর জাঞ্চল টিয়া
 সন্ধ্যা স্নেহে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
 গন্ধ ভূগের বিভোল গন্ধ
 বাতাসের কোলে ঢলে ;—
 করুণে মুরলী বাজে পরপারে,
 দীপ জলে নিবে কিনারে কিনারে,
 সুখ নীড়ে পাখী ঘুম-ভরা আঁধি
 স্বপনে কি যেন বলে ;—
 তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
 নমনে—অশ্রু ছলে ।
 যবে ঝর ঝরে বারিধারা ঝরে
 আর সব রহে চুপ—
 তরু পল্লবে সঞ্চিত জল
 জলে পড়ে—টুপ্ টুপ্,—
 যবে ঘুমন্ত কেতকীর শাখে
 জড়িয়ে নিভতে স্ননিবিড় পাকে
 গন্ধ-মগন কাল ভুজঙ্গ
 শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠে ;—
 দাদুরীর ডাকে ভরি' উঠে বন,
 দাপটিল্লা ফিরে দম্ভ্য পবন,
 নব কদম্ব যুথীর গন্ধ
 আকর্ষণ, বাতাসে লুটে,—

কুহ ও কেকা

তখনি এ হিয়া উঠি উছসিয়া
নয়নে অশ্রু ফুটে !

প্রথম শরতে অশ্রু যবে
মেঘ-ডম্বর বাজে,—
যবে খরশাণ বিধাতার বাণ
ঝলসে গগন মাঝে,—
কমল কলিকা শঙ্কিত মনে
রহে নতমুখে মুদিত নয়নে,
তরুণ অরুণ কিরণ স্মরিয়া
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে,—
ব্যাকুল পরাণ খুঁজে আশ্রয়,—
খুঁজে সে শরণ চাহে সে অভয়,—
এ তিন ভুবনে আপনার জনে
খুঁজি' মরে সকাতরে,—
উছসি' উঠিয়া বিরহী এ হিয়া
নয়ন—সলিলে ভরে ।

পউষের রাতে কঙ্কাল সম
বিথারি' রিক্ত শাখা,
কাদে যবে তরু ভিজিয়া শিশিরে
ভস্ম-কুহেলি-মাথা,— ১

কুহু ও কেকা.

কুকুর তুলে বুকন ধানি,
ঘুংকার করে উলুক অমনি,
উত্তর বায়ু শীতের প্রতাপ
প্রচারে ভূমণ্ডলে,—
দীর্ঘ বামিনী পোহায় জাগিয়া—
তপ্ত হিয়ার পরশ মাগিয়া,
পরান ক্ষুণ্ণ নয়ন শূন্য
নিবিড় তিমির তলে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছলিয়া,
নয়নে মুকুতা ফলে ।

এ কি বিধুরতা হায় রে বিরহী !
কালে কালে নিতি নিতি !
এ কি রে দহন রহি' রহি' রহি'
একি অপরূপ গীতি !
এ কি মিছামিছি হুঃখের খেলা,
এ কি মিছামিছি আখিজল-ফেলা !
কোন্ বেদনার চির হাহাকার
চিরদিন জাগে প্রাণে !
কোন্ খানে স্রু, কোথা উন্মেষ,
কোন্ যুগে হায় হ'বে এর শেষ,
'কোন্ রাগিনীর ব্যথা ভরা রেশ

কুহ ও কেহা

• স্বভিছে সকল গানে !
অ'কারণে হায় অশ্রু দ'ড়ায়
কোন্ সাগরের টানে !

পান্ধীর গান

পান্ধী চলে !
পান্ধী চলে !
গগন-তলে
আগুন জলে !
স্তব্ধ গাঁয়ে
আহুন্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রোদ্রে সারা !

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি
পাটার ব'সে
ছলছে ক'সে !
ভূধের টাঙ্কি
গুচ্ছ মাছি, —১

কুহ ও কেকা

উড়ছে কতক
ভন্ ভনিয়ে ।—
আসছে কারা
হন হনিয়ে ?
হাটের শেষে
রক্ষ বেষে
ঠিক দু'পুরে
ধায় হাটুরে !

কুকুর গুলো
গুঁচ্ছে ধুলো,—
ধুঁচ্ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ ।
ছুচ্ছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে !

পাকী চলে,
পাকী চলে—
ছল্কি চালে
নৃত্য তালে !

কুহ ও কেকা

ছয় বেহারা,—
জোয়ানু তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্ বাড়িয়ে
নার্মল মাঠে
তামার টাটে !
তপ্ত তামা,—
যায় না থামা,—
উঠছে আলে
নাম্ছে গাঢ়ায়,—
পাল্কা দোলে
চেউয়ের নাড়ায় !
চেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে !
মেঠো জাহাজ
সাম্নে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে !
কাজ্লা সবুজ
কাজল ধ'রে
পাটের জমী
ঝিমায় দূরে !

কুহু ও কেকা

ধানের জমী
প্রায় সে, নেড়া,
মাঠের ধাটে.
কাঁটার বেড়া !

‘সামান্’ হেঁকে
চল্ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ তারা !
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারি ;
মাঠের শেষে
তালের সারি ।

তাকাই দূরে,
শূণ্ডে ঘুরে
চিল্ ফুকারে
মাঠের পারে ।
গরুর বাথান,—
গোয়াল্লু-থানা,—
ওই গো ! গাঁয়ের
ওই সীমানা !

কুহ ও কেকা

বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাছে
লেপছে কাঁদা ;
মট্কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে !—
দিচ্ছে চালে
পোয়ান গুছি ;
বৈরাগীটির
মূর্তি গুচি ।

পরজাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখছে চরণ !
কার বহুড়ি
বাসন মাজে ?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ;—

কুহ ও কেকা

এঁ টে হাতেই •
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায় !

পাকী দেখে
আসছে ছুটে
জাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে !

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
টাদের কোণা !
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরু মশাই
দোকান করে !

পোড়ো ভিটের
পোতার পিঠে

কুহ ও কেকা

শালিক নাচে,
ছাগল চরে ।

গ্রামের শেষে
অশথ-তুলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জলে ;
টাটকা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্সা ভাতে ।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাক্কী মাঠে
নামল ধীরে ;
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে ছোটে ;
মাঠের মাটি
রোদে ছোটে,

কুহ ও কেকা

পাল্কী মাঠে
আপন মাটে !

শব্দ চিলের .
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে !
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাতার
দেয় হরষে !
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে ;
বাঁধের দিকে
সূর্য্য চলে ।

পাল্কী চলে রে !
অঙ্গ চলে রে !
আর দেবী কত ?
আরো কত দূর ?
“আর দূর কি গো ?
বুড়ো শিবপুর

কুহ ও কেকা

ওই আমাদের ;
ওই হাটভলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা ।

পাক্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য্য চলে,
পাক্কী চলে !

মুগ্ধা

ওই রূপে মোর মন ভুলেছে, ভরেছে মন মোহন রূপে !
জেগে তোমায় স্বপন দেখি, তোমার রূপে যাচ্ছি ডুবে !
ওগো আমার দখিন হাওয়া ! অসীম তোমার দক্ষিণতা,
ওগো আমার তমাল ছায়া ! তপ্ত জনের ঘুচাও ব্যথা ;
ওগো শ্রামল শাওনী মেঘ ! স্বপ্নে তোমায় চায় যে যুথী,
ওগো আমার গায়ক গুণী ! ওগো আমার গানের পুঁথি !
এই গিয়েছ কাছটি থেকে,—ভাবছি ছুটে যাই এখুনি,
বাড়িয়ে-বলা নয় গো এ নয় ভালবাসার-ভুল-বকুনি ;
হায় গুণা বিধির এমনি বিধান মিলন-বেলাই অল্প-আয়ু,—
শীতের বেলার চেয়েও খাটো,—বইছে তবু দখিন বায়ু !

ফুল-জাগানো দখিন হাঁওয়া,—দিল্ জাগানো দক্ষিণতা ;
 মিলন-মেলা যায় ফুরায়, ফুরায় না হয় মনের কথা ।
 দূরে কেন যায় গো লোকে,—আমি যে চাই থাকতে কাছে,
 আনাগোনা ফুরিয়ে দিয়ে কাছে থাকায় দোষ কি আছে ?
 এসো কাছে প্রিয় আমার—এস আমার জনম ভরি' ;
 একলা ঘরে গুণো ! আমি তোমার কথা স্মরণ করি ।
 আসূতে তোমায় হবেই হবে—অগৌণেতেই আসূতে হবে,—
 জেগে ভাল ফেললে বেসে—স্বপ্নে ভাল বাসূতে হ'বে ।

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের খরতাপে মুচ্ছগত গ্রাম,
 ফিরিছে মত্তর বায়ু পাতায় পাতায় ;
 মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
 মেতেছে ছেলের দল পাড়ায় পাড়ায় ।
 সশব্দে বাঁশের নামে শির,—
 শব্দ করি' ওঠে পুনরায় ;
 শিশুদল আতঙ্কে অস্থির
 পথ ছাড়ি' ছুটিয়া পালায় ।
 শুষ্ক হ'য়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
 রৌদ্রের বিষম ঝাঁঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে ;
 বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায়ে রাখাল,
 বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে ।

কুহ ওঁকেকা

পাতা উড়ে ঠেকে গিয়া আলে,
কাক বসে দড়িতে কুয়ার';
তন্দ্রা ফেরে মহাধোঁ মহালে,
ঘরে ঘরে ভেজানো দুশার ।

সাড়ে চুয়াত্তর

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই ।
ভাবছি আমি কোথায় তুমি হায় সে কতদূর,
কোথায় সহর কল্কাতা আর কোথায় কুসুমপুর !
না জানি কি ভাবছি এখন করছি কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছি কথা ? পরেছ কোন্ সাজ ?
ইচ্ছা করে হাওয়ার ভরে তোমার কাছে যাই,
করছি যে কি পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই ।
ইচ্ছা করে শুন্তে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঢের !
ইচ্ছা করে কত কি যে—সাধ যে জাগে আজ,—
শাদার পরে কালি দিয়ে লিখতে সে পাই লাজ ।
তবে যদি না পড় সে দিনের বেলায় আর
তবে লিখি,—লিখতে সে লোভি হচ্ছে যে বারবার !

কুহু ও কেকা

হচ্ছে সে লোভ, কিন্তু ওগো !—পড় না এর পর,
আমার চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুয়াত্তর ;
এইখানে শেষ করতে হবে দিনের বেলায় পাঠ,
রাতের পড়া রাত্রে হবে, ভাঙলে লোকের হাট ।
বাকীটুকু শোনার বেলায় বন্ধ ক'রে ঘর
একলাখুলে দেখতে হ'বে রেখে শেষের পর ;
সেই গোপনে মনে মনে পোড়ো চিঠির শেষ,
নিদ্-মহলে বন্ধ ! আমার আর্জি হ'বে পেশ ।
সেই গোপনের আবরণে, জানাই তোমার পায়,—
একটি তোমার চুমার লাগি পরান কাঁদে, হায় !
দিয়ে দিয়ো একটি চুমা আমার চিঠির গায়,
প্রদীপ যদি হাসতে থাকে নিবিয়ে দিয়ো তায় ।
দাও যদি সে পাবই আমি, পাবই আমি টের,
হাওয়ার আগে হ'বে বিলি বার্তা হৃদয়ের ।
আসবে স্বপন তোমার বেশে মুদলে আঁখির পাত,
কাটবে সারা রাত্রি সুখে বন্ধ ! প্রিয় ! নাথ !
দূর থেকে সুর লাগবে বীণায়,—জাগবে গো অন্তর,
আমার চিঠির মাঝখানে তাই সাড়ে চুয়াত্তর ।

কুহ ও কেকা

গ্রীষ্মের সুর

হায় !

বসন্ত ফুরায় !

মুগ্ধ মধু মাধবের গান

ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহূমান প্রাণ ।

অশোক নির্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুমূর্ছ কুহধ্বনি নিবে নিবে আসে !

দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জল-জাজ্জল-অনিমিথ,
নিঃশ্বসিছে নিঃশ্ব হাওয়া, হতাশে মূর্ছিত দশদিক্ !

রৌদ্র আজি রুদ্ধ ছবি, আকাশ পিঙ্গল,

ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—

ধিন্ন পিপাসায় ;

হায় !

হায় !

আনন্দ ধরায়

নাহি আজ আনন্দের লেশ,

চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ আঁধি, চারিদিকে ক্রেশ ।

সংবর ও মৃতি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর !

অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্ছি বুঝি পড়ে,—অঁর সে ছুটাবে কত দূর ?

কুহু ও কেকা

সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বৈব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সুরোবরে ;—
পঙ্কিল পঙ্কল পিয়ে গোম্পদে ও কুপে,
গম্পে রস—তাও পিয়ে চুপে !
তৃপ্তি নাহি পায় !
হায় !

হায় !
সাস্তনা কোথায় ?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উন্মাদ-মনে ;
আশাহত ক্ষুর লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বই সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায় !
হর্ষাতলে, জলে, স্থলে, শ্লিষ্ট পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি কণা করে,
হাতে মাথে ধূনী জালি' বহ্নিকরা কুহু ব্রত করে ;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু আমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত আশীর্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায় !

কুহ ও ক্লেকা

হায় ! !

হৃদয় শুকায় !

নাহি বল, নাহিক সম্মল,

অন্তরে আনন্দ নাই; চক্ষে নাহি জল !

মূক হ'য়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবমান গান,

বিস্মৃত স্মৃতির স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে : শুধু প্রাণ ।

কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা বা কুরিবে অনুযোগ ?

চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদযোগ !

নাহি বাষ্প বিন্দু নভে,—বরষা স্মদূর ;

দগ্ধ দেশ তুষায় আতুর,

ক্লান্ত চোখে চায় ;

হায় !

অন্তঃপুরিকা

আর যে আমার সহিছে নারে সহিছে না আর প্রাণে,

এমন ক'রে কতদিন আর কাটবে কে তা' জানে !

দিন গুণে দিন ফুরায় নাকো নিমিষ গণি তাই,

বুকের ভিতর হাঁফিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই ।

যে খান্টিতে বস্তু সে জন বস্ছি সেথায় গিয়ে,

দেখছি খুলে চিঠিটার ঘরে দুয়োর দিগে ;—

কুছ ও কেকা

বেণী আমি পাইনি গেঁ গো পাইনি বেণী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি, একটি চিঠি তার ।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাত্তে,—হাসি'ছিল মনে ক'রে,
দেখতে হঠাৎ ইচ্ছে হ'য়ে চক্ষু এল ভ'রে ।
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তার লিখি,
হয় না'কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভ'রে দেখি ।
নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও কেন ছাই,
মনটা ওঠে আকুল হ'য়ে, উদাস হ'য়ে যাই ।
ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চ'লে,
সকল ব্যথা সহিত, মাথা রাখতে পেলে কোলে ।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী,—প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি দুখ অযোধ্যায় ।

আনন্দ-দেবতার প্রতি

এস প্রমোদ ! পুলক ! রভস হে !
আমি মুছেছি অশ্রুধার ;
আজ মুকুল নহে তো অবশ হে !
তায় ' নীহার নাহিক আর ।

আজ ধরণী আঁচলে আবর' গো !
যত কালিকার ঝরা ফুল,

কুহু ও কেকা

পাখী কাকলি-কুজনে কুহর' গো
নদী গাহ গাহ কুলুকুল !

তবু নীহারে শিহরে ফুলদল !
পাখী নীষব পুনর্বার !
নদী ভাসাইয়া আনে অবিরল
শুধু চিতার ভস্মভার !

আমি শ্মশানে বাসর রচিব গো
পরি' শুষ্ক ফুলেরি হার,
আমি নয়ন উপাড়ি রুধিব গো
এই নয়নের বারিধার ।

এস রভস-দেবতা ! বঁধুয়া হে !
তুমি এস সখা একবার,
আমি রাখিব রাখিব রুধিয়া হে !
এই নয়নের বারিধার ।

দরদী

১ (বাউলের সুর)

মনের মরম কেউ বোঝে না !

(এরা) হাসলে কাঁদে, কাঁদলে হাসে !

(আহা) দরদ দিয়ে কেউ দেখে না

(ওগো) গরজ নিয়ে সবাই আসে ।

(যেজন) হিয়ার হাসি কান্না বোঝে

(ওগো) ছিলাম আমি তারি খোঁজে,

(হায় রে) কাটল বেলা ভাঙল মেলা

(তবু) বসেই আছি আসার আশে ।

বন্ধু ! তোমায় বলব বা কি ?

আড়াল থেকেই মিলাই আঁখি

(আমি) প্রাণের খবর পাইনে চোখে

(শুধু) মুখ-চাওয়া সার দ্বারের পাশে ।

(ওগো) মরমী কেউ মিলত যদি

(তবে) বহিত উজান জীবন-নদী—

(ওগো) নিরবধি সেই দরদীর

(মোহন) বাঁশীর সুরে প্রেমোল্লাসে !

কুহ ও কেকা

আরত

(মালিনী ছন্দে অনুকরণে)

উড়ে চলে গেছে বুলবুল ;
শ্রুতময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাস্তুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর ।

রাগিণী সে আজি মস্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিকণ ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে ?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্তি চূর্ণ,

বেলা চলে গেছে সন্ধ্যার,—
লাঙ্ঘনার পাত্র পূর্ণ।

কনক-ধূতুরা

কনক-ধূতুরা ! কনক-ধূতুরা !
পরিপুর তুমি বিধে ;
ও তনু-পাত্রে অতনু-সুধমা
উপচি' উঠিল কিসে ?

তুমি অপরূপ ওগো রূপবতী !
অপরূপ তব কথা !
মুকুলিত করি' তুলিছ কেবলি
মৃত্যু ও মাদকতা !

উথলি' উঠিছে একটি বৃন্তে
তুখের সঙ্গে সুখ,
মৃত্যু-অভেদ জীবন-মৃত্যু !—
মন করে, উৎসুক !

সোনার গেলাসে মুগ্ধ মদিরা !—
কর্ণে কী কণা জপে !

কুহ ও কেকা

ফেণগুজনে মন্তলোচনে ।
মৃত্যুর হাসি মপে ।

কনক-ধূতুরা !, কনক-ধূতুরা !
কিসে তুমি পরিপূর ?
মুগ্ধ নয়নে আমি তোর পানে
চেয়ে আছি তুষাতুর ।

চাতকের কথা

হে সরসী ! তুমি স্বচ্ছ শীতল,—
বলেছে আমার অনেক পাখী ;
হায়, আমিও তৃষিত, তবু তোর পানে
নারিনু নারিনু ফিরাতে আঁখি !

তুমি সুন্দর, তুমি সুবিপুল,
সুলভ তোমার অগাধ বারি,
মোর সমুখে রয়েছে নিশিদিনমান
তবু তো ও জল ছুঁইতে নারি !

নিয়ত আকাশে আশাখ-চাওয়া,
নিত্য নিয়ত তুমার জালা,
তবু তোমার 'পরে' মোর ফিরিল না মন,
হায় গো রূপসী সরসীবালা !

ওগো বাঁধাজল ! করি' কোলাহল
দর্দুরদল বন্দে তোরে,
হায় কাকের ভেকের তুমি আরাধ্যা
আমি তোরে সেবি কেমন ক'রে ?

নিন্দা তোমায় করিনে গো আমি,—
নাই নাই মনে ঘৃণার কণা ;
হায় খেলা-ছলে হেলা করিনে তোমায়,—
পাই নি তেমন কুমন্ত্রণা ।

তুমি আমায় দিয়েছেন বিধি,—
সে তুমি ফটক-জলের তুমি,
ওগো শান্তির আশা সূদূর আমার,—
দহন আমার দিবস নিশা !

আমি মেঘের রক্তে করি আনাগোনা,
বিজলীতে জলি' ফুকরি 'ত্রাহি' !

কুহ ও কেকা

তবু উধাও-ধাওয়ার হাও-পাওয়ার
 চকিত-চাওয়ার তুলনা নাই।

ওগো বিধাতা আমায় এমন করেছে,—
 দুষ্কর ব্রতে করেছে ব্রতী ;
তাই পুষ্কর মেঘে মজে আছে মন,
 নাই সে পুষ্করিণীর প্রতি।

 হে সরসী ! তুমি তারার আরসী,—
 স্বচ্ছ অগাধ আরামে ভরা ;
তবু আকাশে জলের রয়েছে যে দ্রোণী
 সেই চাতকের তৃষ্ণা-হরা।

ঝোড়ো হাওয়ায়

ঝোড়ো হাওয়ায় রোল উঠেছে কোলাহলের সাথ !
আকাশ জুড়ে অকালে ওই ঘনিষে আসে রাত !
 আজকে যারা ফিরত ঘরে
 হারাল পথ পথের 'পরে
ধূলায় আঁধি বন্ধ, হ'ল অন্ধ অকস্মাৎ।

কুহ ও কেকা

ডাঙায় গাছের ডাল টুটিছে, বিষম ডামাডোল,
জলে নায়ের হাল ছুটিছে,—বোল রে হরি বোল !
তুর্ণ ছোটে ঘূর্ণি হাওয়া
ফুরায় বৃষ্টি পারে. যাওয়া ;
পাছ পাখী পাল্টে পাখা নিল মাঠের কোল ।

যোজন জুড়ে মেঘে মেঘে বজ্র-আকর্ষণ,
বহক হাওয়া ক্ষুরের ধারে,—হ'বে স্তব্ধ ।
গম্ভীরা যে বৃকের 'পরে
বসে আছে আড়ম্বরে,—
দস্তা তার খর্ব হ'বে,—এ তার নিদর্শন ।

ঝোড়ো হাওয়ার রোল শুনে আজ মেতেছে পরাণ !
সাবধানী ! তুই আজকে কারে করিস্ রে সাবধান ?
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে
নাচে মিলন-অনুরাগে,
বাহতে তার মিলিয়ে বাহ গাইতে হ'বে গান !

ঝড়ের তালে নাচবে ধূলি উড়িয়ে ধূসর কেশ ।
রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে—জুড়িয়ে যাবে দেশ ।

কুহ ও কেকা

স্বর্গ হ'তে গঙ্গা বা'রে
দিবে ভুবন স্নিগ্ধ ক'রে ;
কুন্তীরে ওই জিহ্বা-তালুর ঘুচবে পিঙ্গ বেশ ।

জানি আমি অপূর্ব ওই রুদ্র গঙ্গাধর,
যেথাই দাহ স্বেদঃসহ সেইখানে তার ভর ।
হুথের আদি,—সুথের নিদান,—
তারি বরে হুঃথ-নিধান
মরণ করে অমৃত দান, শিব সে—ভয়ংকর !

ছুটুক না সে রুদ্র মরুৎ, নাই তো কোনো ভয়,-
চেতন-জড়ে না হয় হবে পাগড়ী-বিনিময় ;
নিশ্বাসে ঝাঁর ঝঙ্কা ছোটে,—
প্রশ্বাসে প্রশান্তি ফোটে,—
তার সুরে সুর মিলিয়ে মোরা মরণ করি জয় ।

বজ্র কামনা

হায় শূণ্য জীবন নীরস হৃদয়
নীরব দহনে দহে,
আর লুপ্ত অশ্রু মরমের তলে
ফল্গু-ধারায় বহে ;

ওগো রুদ্ধ আকাশ, নিথর বাতাস
অন্ধ ছত্যাশে ভরে,
আজ বরষণ-লোভে বিবশা ধরণী
বজ্র কামনা করে !

হায় কুন্তীরফের পিঙ্গল তালু—
আকাশ পিঙ্গ ছবি,
তার জিহবার মত প্রান্তুর ঢালু
রৌদ্রে শুষিছে রবি ;
হায় থাকী রঙে থাক হ'ল দুই আখি
ছনিয়াটা গেল থ'রে,
তাই ঘন-বরষণ-লালসে ধরণী
বজ্র কামনা করে !

আজ সুখ নাহি দেহে বিশ্রাম-গেহে
স্বস্তি নাহিক প্রাণে,
যেন আঙার-ধানীর বাষ্প বিভোল
শ্বসিছে সকল থানে !
নাই নাই ফুল ফুল, ফলে নি ফসল
ধূ ধূ ধূ তেপান্তরে,
হায় ফলের লালসে বক্ষ্যা ধরণী
বজ্র কামনা করে ।

কুহ ও কেকা

ওগো হিল্ মিল্ কবে বহিধে সলিল
ফেনমুখ ফণা তুলি' ?
আর ঝিল্ মিল্ কবে ছলিবে সদীয়ে
তাজা অক্ষুরগুলি ?
ওগো খালি কোল কবে ভরিবে আবার—
আর কত দিন' পরে ?
হায় সফলতা লাগি' মৌনে ধরণী
বজ্র কামনা করে !

ওগো বজ্রের রাজা অস্ত্র তোমার
হান একবার বেগে,—
এই ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস
পরিণত হোক মেঘে ;
ওগো ঘনায়ৈ মিলায়ে কর স্নানিবিড়
তড়িত-জড়িত স্বরে,
আজ বধ-ভয় তুলি' বক্ষ্যা ধরণী
বজ্র-কামনা করে ।

ওগো বজ্র-দেবতা বজ্র তো শুধু
বধের যন্ত্র নয় ;
ও যে বক্ষ্যা-জনের সস্তাপ-হারী,—
বন্ধন করে ক্ষয় ;

ও যে মিলন ঋতায় কাঞ্চন-ডোরে
ধরণী ও অশ্বরে
তাই বন্ধা ধরণী মরণ-দোসর
বজ্র কামনা করে ।

যক্ষের নিবেদন

. (মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূর্তি ধরি' আজ মন্দ্র-মহুর বচন কও ;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম ।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই- —আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক ;
গ্রীষ্মের হোক শেষ, ভরিয়া সামুদ্রেশ স্নিগ্ধ গন্তীর উঠুক তান,
যক্ষের হৃৎথের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়িয়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ান পাশ,
মূচ্ছার মস্তুর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস !
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে হৃৎথের নীলাঞ্জন !

কুহ ও কেকা

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য ! লণ্ণমোর পূজার ফুল,
পুষ্পর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক রূপালেশ, রাজ্যে আর তঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুজ্জান্ দুজনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেখা যাও, হৃৎকথ দুস্তর তরাও তাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ে কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল-ধার ।

নির্মল হোক পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদূর্গম নিকট হোক,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক ;
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ !

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যুথীর ক্লেশ,
বর্ষায়,হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;

যাও ভাই একবার মুছাচ্ছে অশ্রু তোর, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও,
“বিদ্যা-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক” বন্ধু! বন্ধুর আশিষ লও।

দুর্দিনে

মলিন আঁচল চক্ষে চাপিয়া
কে তুমি ভুবনে এলে,
অসীম অকূল দুর্ভাবনার
পাংশুল ছায়া মেলে !
হে নীরবচারী, বুঝিতে না পারি
মুখে কেন নাহি ভাষ,
কোন্ অশ্রুর অতলে ডুবিয়া
হিম হ’য়ে গেছে শ্বাস ?

ছিন্ন-বসন ! রিক্ত-ভূষণ !
গভীর-শ্বসন ! ওরে !
কেন গুমরিয়া উঠিস্ কাঁদিয়া ?
কি বেদনা বল্ মোরে ।
বিহ্বল স্রু ডাকে দর্দুর,
চাতক উড়িয়া বসে ;
মদালস তব মূর্তি—সে কোন্
শোকের মাদক রসে !

কুহ ও কেকা

সহসা শিহরি' চীৎকার কেন
করিলি, রে উন্মাদ,
রুদ্ধ ব্যথার রুঢ় তাড়নার
এই কি আর্তনাদ !
ত্রাসে মুদে এল বিশ্বলোকের
আয়ত চোখের পাতা,
আধা শাদা হ'য়ে গেল শঙ্কায়
বিকচ নীপের মাথা !

অকালে দিনের আলোক হরিয়া
কে এলে গো চুপে চুপে,
বিজুলির হাসি পাণ্ডুর করি'
দেখা দিলে ছায়ারূপে !
আঁচল তোমার তিতিয়া ভূতলে
অশ্রু ঝরিয়া পড়ে,
বেদনায় তরু-বল্লরী-বীথী
এ পাশ ও পাশ নড়ে ।

ওগো হৃদীন ! কে পূজিল তোমা
ভূঁই-চাঁপা ফুল দিয়া !
চাঁদ-আঁকা পাখা দোলায় ময়ূর
বিস্ময়াকুল হিয়া ।

কুঙ্কু ও কেকা

মুর্ছিত ধরা আঁখি মেলে, তোরে
পাইয়া ব্যথার ব্যথী,
খুলে গেল তার হাজার নেত্র,
ফুটিল হাজার যুথী !

ওগো কামচারী ! সস্তাপহারী !
অন্তর তুমি জানো,
বিষাদের বেশে এসে দেখা দাও,
ব্যথিতে বক্ষে টানো ;
অশ্রু ঘুচাতে, ব্যথিতের সাথে
অশ্রু মিশাতে হয়,—
তুমি তাহা জানো, বন্ধু পুরাণে !
হৃদ্বিন সহৃদয় !

ওগো দেবতার অশ্রু-প্লাবন !
তোমার পাবন-ধারে
মলিনতা তাপ ঘুচাও মহীর
উর্ধ্বর কর তারে ;
নীল পদ্মের মথিত নীলিমা
ব্যথিত চক্ষে দাও,
ঘন চূষন দান কর, ওগো,
বুকে নাও ! বুকে নাও !

কুহ ও কেকা

অভয়

মেঘ দেখে কেউ করিস্ নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য্য হাসে !
হারা শরীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে !
দখিন হাওয়ার অমোঘ বরে
রিক্ত শাখাই পুষ্পে ভরে,
সিক্ত যে প্রাণ অশ্রুধারায়
প্রাণের প্রিয় তারি পাশে !

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজ্কে আবার পাগলি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে !
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই !

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে ;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রা গুলোকে !

কুহু ও কেকা

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে !

ময়ূর বলে ‘কে গো ?’ এষে আকুল-করা রূপ !
ভেকেরা কয় ‘নাই কোনো ভয়’, জগৎ রহে চুপ ;
পাগলি হাসে আপন মনে পাগলি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায় ।

কোন্ মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;
চম্কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেমার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল হাওয়ায় আজকে আমার পাগলি মেতেছে ;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে !
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃকপাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত !

নাগ পঞ্চমী

হায় ! প্রতি বৎসরে
হাজার হাজার সোনার মানুষ নাগ-দংশনে মরে !
সেই নাগে মোরা পূজি !
সর্প-পূজার মন্ত্রের লাগি' বেদ-সংহিতা খুঁজি !
নাগ-পঞ্চমী করি !
গ্রন্থিল বাঁকা হস্তাল-শাখা ধরিতে আমরা ডরি !
দুধকলা দিই সাপে !
পূজা খেয়ে খল দংশন করে !—মরি গো মনস্তাপে !
জানিনে কিসে কি হয়,—
মৃত্যুরে পূজি' অমরতা-লাভ,—কিছু বিচিত্র নয় !

রামধনু

পুণ্য আখণ্ডল-ধনু মণ্ডিত কিরণে,
রম্য তুমি জলদের নীল শিলাপটে,
ক্ষুরিত প্রস্থনে আর প্রত্যোত রতনে
রচিত ও তনুচ্ছদ ; ধূজটির জটে

ধূপছায়া শাটি-পরা জাহুবীর মত
মেঘমাঝে মূর্তিখানি মনোজ্ঞ তোমার ;

কুহু ও কেকা

শ্রাম অগ্নে রাখী সম শোভন সতত ;
হর্ষ-কলতান বিধে তোল বারম্বার !

ইন্দ্রধনু তুমি কিহে পুরাণ-বর্ণিত ?
কিঙ্কি রামধনু নাম যথার্থ তোমার ?
প্রজা-বৎসলের কর করি' অলঙ্কৃত
লভিছ কি আজো তুমি শ্রদ্ধা সবাকার ?

রামধনু ! রামরাজ্য অতীতে বিলীন,
তুমি তারি রম্য-স্মৃতি চির-অমলিন ।

প্রার্বটের গান

দাঁড়া গো তোরা ঘিরিয়া দাঁড়া নীরব নত নেত্রে,
দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে !

শুনিস্ নে কি ঘর্ঘরিয়া

চলেছে কে ও স্বর্গ দিয়া,

গগন-পথে বিপুল রথে হেলায়ে হেম বেত্রে !

আবৃত-করা প্রার্বট এল মেলিয়া মেঘ-পক্ষ,
বিবশা ধরা বিতথ বেশ, শ্বসিছে মুহু বক্ষ ।

অজানা ভয়ে অচেনা স্মৃথে

কথাটি কারো নাহিক মুখে,

পাখার গেছে বচন হরি' আঁখির থির লক্ষ্য !

কুহ ও কেকা

বৃহৎ স্রুথে বৃংহিতে কি দিগ্‌গজেরা গর্জে ?
মিলাবে কিও অমরা ধরা আকাশ ভাঙি' বজ্রে ?
ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে
অর্ঘ্য ধরি' বস্মিন হাতে,
সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়্‌জে !

দাদুরি করে উলুধ্বনি, দেবতা নামে মর্তে,
উণীর হ'ল সুরভি আজি ধূপেরি পরিবর্তে !
স্তব্ধ চলা, বন্ধ থেয়া,
একাকী উকি দায় গো কেয়া,
জ্বালায়ে মণি জাগিছে ফণী ত্যজিয়া নিজ গর্তে ।

দেবতা নামে ! পুলকে হের ছালোকে দোলে সিদ্ধ !
রথের ধূলে মলিন হ'ল তপন তারা ইন্দু !
বাদল-বায়ে মন্ত্র পড়ি'
বাজায় কেও সাঁঝের ঘড়ি ?—
থাকিতে বেলা ! বিধান বিধি মানেনা একবিন্দু !

অন্ধ-করা অন্ধকারে নাহিরে নাহি রন্ধু !
বিরামহারা অধীর ধারা পাগল পারা ছন্দ ।

কুহু ও কেকা

হাজার-তারা সৈতারখানি
বলিছে কিও ডাগর বাণী !
তরল তারে উঠিছে ধ্বনি মেঘর মৃদু মন্দ !

দেবতা চুমে ধরার আঁখি অলক চুমে রক্ষ !
এলায়ে পড়ে বাদল-মালা—রূপালি জরি সূক্ষ্ম !
চুমিয়া তনু কুসুমি' তোলে,
হরষ-দোলে পরাণ দোলে !
সেচন করে সফল করে মোচন করে দুঃখ ।

দাঁড়াগো তোরা রাখীর ডোরা বাঁধিয়া নে গো ব্রহ্মে ;
দেবতা আসি' আশিষ-ধারা বরিষে আজি মস্তে !
দেখিস্ নে কি নীলাম্বরে
এসেছে করী-কুম্ভ-পরে,—
আয়ত চোখে বিজুলি লেখা, উশীর মাথা হস্তে !

নূতন মানুষ

ঝুলিয়ে দোলা ভুলিয়ে দে !
ছনিয়াতে আজ নূতন মানুষ !—ভুলিয়ে নে রে ভুলিয়ে নে !
ছন্নর 'পরে আমের মুকুল,—
ঝুলিয়ে দে রে অশোক-বকুল,
দেবতা আসে শিশুর বেশে, হায় রে, স্নেহের দান সেধে !

কুহ ও কেকা

ঝুলিয়ে দোলা ছলিয়ে দে !
নূতন আঁখির সোনার পাতায় সোহাগ-কাজল ঝুলিয়ে দে !
নূতন আওয়াজ কারা কাঁদে !
নূতন আঙুল আঙুল বাঁধে !
নূতন অধর পীযুষ পিয়ে নূতন মায়া'র ফাঁদ ফেঁদে !

ঝুলিয়ে দোলা ছলিয়ে দে !
নরম আঁচে সত্ত্ব-রুধির ফেনার রাশি ঝুলিয়ে দে !
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক
এসেছে ঐ ঐক্সজালিক !
অরাজকের আপ্নি-রাজা রাখবে হৃদয়-মন বেঁধে !

ঝুলিয়ে দোলা ছলিয়ে দে !
দোলনা ঘিরে কাঁকণ কারা বাজায় চামর ছলিয়ে রে !
মরণ-বাঁচন-মেলা'র মাঝে
ওই রে শুভ শব্দ বাজে,
পুরাণো দীপ চায় গো হেসে, নূতন মানুষ চায় কেঁদে !

প্রথম হাসি

দোলার ঘরে শুন্ছি গো আজ নূতন হাসির ধ্বনি !
ফুলঝুরিতে ফুল্কি হাসির রাশি !

কুহ ও কেকা

রূপার ঘুঙুর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী !
কাঁহনে ওই শিথ্লে কোথায় হাসি !

পিচ্কারীতে হান্লে'কেরে গোলাপ-জলের ধারা ?—
ঝারার পাখী কয় কি হাসির কথা ?
বরফ-গলা ঝর্ণা যেন জাগ্ ল পাগল-পারা !—
স্বচ্ছ প্রাণে সরল চঞ্চলতা !

প্রথম হাসির পান স্পারি কে দিল ওর মুখে ?
হাসির কাজল কে পরালে চোখে ?
হাস্ছে থোকা ! হাস্ছে একা ! হাস্ছে অতুল স্খে !
এমন হাসি কে শিথালে ওকে ?

কলস্বরে হাস্ছে ! ওরে ! হাস্ছে আপন মনে !—
দেখন্-হাসি পরীর হাসি দেখে !
খুলেছে আজ হাসির কুলুপ কোন্ কুঠুরির কোণে,—
মাগিকে তাই আকাশ গেল ঢেকে !

আনন্দের এই পরম অন্ন—প্রথম অন্ন—হাসি
কোন্ দেবতা প্রসাদ দিল ওকে ?
কাঁহনে আজ নূতন ক'রে জন্মেছে রে আসি'
জন্মেছে সে হরষ-হাসি-লোকে !

ভাদ্রশ্রী

টোপর পানায় ভরল ডোবা নধর লঁতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাকল যেন কুণ্ডগুলি ।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁতরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল ।

ছাতিম গাছে দোলনা বেঁধে তুলছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইলশে-গুঁড়ির কোলাকুলি ;
আকাশ-পাড়ার শ্রাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে !

কল্কে ফুলের কুঞ্জবনে জলছে আলো খাস্‌গেলাসে,
অত্র-চিকণ টিক্‌লি জলের ঝল্‌মলিয়ে যায় বাতাসে ;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন্‌ হাতে কে ওই মাঠে ?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হ'চ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে ;
ক'নের মুখে মনের স্নেহে উঠছে ফুটে শ্রামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠছে বেজে আশার বাঁশী !

কুহু ও কেকা

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে ?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে !
আজ দোপাটির বাহীর দেখে বিজলী হ'ল বেঙা-পিতল,
কেয়া ফুলের উড়িয়ে ধবজা পূবে বাতাস বইছে শীতল ।

তখন ও এখন

(কুচিরা)

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক ছলিছে বাদল-বাতাস লেগে ;
বনাস্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যুথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা ?
বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ায় ভাসে ।

এখন বিভায় মহামহিমার আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ;
এখন তাহার চেনা হ'বে দায় নূতন বেশে,
তরুণ কুমার কোলে আজি তার হাসায় হেসে

কুহ ৩. কেকা

লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও স্বরা,
বাসর রাত্তির সাথীটি—সে আর না ছায় ধরা ;
এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,
বিলোল চপল বিজুলি এখন লুকায় লাজে ।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাঁতি,
কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাথী ;
বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,
খেলার পুতুল কোথা পড়ে ?—আজ খবর নাহি !
পুতুল পরাণ পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,
নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে !
নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,
নূতন ছয়ার দেউলে ফুটাও নিশির শেষে ।

“ওগো”

কিছু ব’লে ডাকিনেকো তারে,—

ডাক্তে হ’লে বলি কেবল ‘ওগো !’

ডাকি তারে হাজারো দরকারে

জীবন-রণে সেই জেনারল টোগো !

সন্ধি এবং বিগ্রহের মাঝে

মুহূৰ্থ চাই তারে সব কাজে ;

ডাক্তে কিন্তু বাধছে সম্বোধনে,—

ডাক্তে গিয়ে এগিয়ে দেখি—‘No Go’

লজ্জা কেমন জোগায় এসে মনে

তাইতো তারে ডাকি সেরেফ ‘ওগো !’

• •

ছলে ছুতায় ডাকছি সকাল থেকে

‘চাবিটা কই ? ‘কাগজগুলো ?—ওগো !’

‘পানের ডিবে ?—কোথায় গেলে রেখে ?’—

হাঁক ডাকেতে ডাকাত আমি রোঘো ।

টান্তে সদাই চাই গো তারে প্রাণে

শব্দ খুঁজে পাইনে অভিধানে,—

ভাষার পুঁজি শূণ্য একেবারে,—

টাকশালে তার হয় না নূতন যোগও ;

মন-গড়া নাম চাইরে দিতে তারে,

শেষ-বরাবর কিন্তু বলি ‘ওগো !’

বল্বে ভাবি ‘প্রিয়া’ ‘প্রাণেশ্বরী’

ছেড়ে দিয়ে ‘গুন্ছ ?’ ‘ওগো !’ ‘হাঁগো’ ;

বল্বে গিয়ে লজ্জাতে হার মরি

ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো ।—

ওসব কেন নেহাৎ থিরেটারী

যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি,

কুহ ও ক্লেকা

‘ডিম্মার’টাও একটু ইম্মার-ঘেঁষা,
‘পিম্মারা’ সে করবে ওদের খাটো,—
এর তুলনায় ‘ওগো’ আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো ।

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের ‘ওগো’
চাষের ভাতে সত্ত্ব ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue ও !
ফুল-শেষে সেই ‘মুখে-মুখের’ ‘ওগো !’
রোগের শোকের হুঃখ-সুখের ‘ওগো !’
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে একচোখো
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা ‘ওগো’ ।

কাশ ফুল

হোথা বরষার ঘন-যবনিকা খানি
সহসা গিয়েছে খুলি’,
হেথা ঘাসের সায়র ফেনিল করেছে
কাশের মুকুলগুলি ।

কুছু ও কেকা

ওই তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল
 আলো ক'রে আছে ধূলি,
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে
 • ধরনী ধরেছে তুলি !

যেন রাতারাতি সুধা-ধবলিত
 করি' দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই গোপনে স্বপনে তুলি লাখে লাখ
 সহসা উঠেছে জেগে !

তারা কিছু রাখিবে না পাংগু ধূসর
 কিছু রাখিবে না রুখু,
তারা আকাশের চাঁদে বুলাইতে চায়
 আপনার রং টুকু !

তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার
 ধূত-তুলি অঙ্গুলি,
ওগো জোছনায় রং ফলাইতে চায়
 কাশের ক্ষুদ্র তুলি !

জোনাকী

ওই একটি ছ'টি পাতার পরে '
 একটু'মুহু আলো,'
ও যে দেখতে ভারি নূতন, ওরে—
 কেমন লাগে ভালো !
 আয় জোনাকী বুকটি ভ'রে
 একটু নিয়ে আলো,
আজ আধার রাতি বাদল সাথী
 চাঁদের ভাতি কালো ।
 যেটুকু তোর দেবার আছে
 দিয়ে দে তুই আজ,
ও সে তারার মত নাই বা হ'ল,—
 তাতেই বা কি লাজ ?
 ছোট ?—সে তো ভালই আরো
 ছোট বলেই মান ;
ও যে হুঃখীজনের ভিক্ষা মুঠি,—
 দানের সেরা দান !
 থাক্ না তারা তপন শশী
 থাক্ না যত আলো,—
 তাদের মোরা করব পূজা,
 বাস্ব তোরেই ভালো ।

• ফুল-সাপ্রিও

মনে যে সব ইচ্ছা আছে
শূরবে না সে তোমায় দিয়ে,
তাইতে প্রিয়ে ! মন করেছি
আরেকটিবার করব বিয়ে ।

হাস্ছ কিও ? ভাব্ছ মিছে ?
মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ;—
মন যা' বলে শুন্তে হবে,—
মনের নাম যে মহাশয় ।

মন বলেছে 'বিয়ে কর'
কাজেই হবে করতে বিয়ে ;—
এবার কিন্তু ফুলের সঙ্গে,—
চল্ছে না আর মানুষ নিষে ;

মনের কথা মনই জানে ;
লুকিয়ে কি ফল তোমার কাছে ?
মন সে বড় কেও-কেটা নয়
মনের নিজের মজি আছে ।

কুহ ও কেকা

মন বলেছে বাস্লে ভাল
পুড়তে হবে এক চিতাতে ;
মৃত্যু আমার করলে দাবী—
মরতে তুমি পারবে সাঙে ?

পারই যদি ;—তাতেই বা কি ?
আইন তোমায় বাঁধবে, প্রিয়ে !
কাজেই দেখ,—যা' বলেছি
চলবে নাকো তোমায় দিয়ে ।

এবার বিয়ে ফুলের কুলে, .
জ্যোৎস্না-ধারায় অঙ্গ ধুয়ে,
হ'ক সে চাঁপা কিম্বা গোলাপ
আপত্তি নেই বকুল জুঁয়ে ।

আন্ব-ঘরে কিশোর কুঁড়ি
মনের গোপন পাঁজী দেখে,
বান্দোর মত আন্ব বেছে
বনের বান্দা-বাজার থেকে ।

সোহাগ দিয়ে রাখ'ব ঘিরে,
ঢাক'ব কভু প্রাণের নীড়ে,

ইচ্ছা হ'লে তুল'ব শিরে,
ইচ্ছা হ'লে ফেল'ব ছিঁড়ে ।

মর্জি' হ'লে হাজারটিকে
প'র'ব গলায় গোঁথে মালা,
ঝগড়াঝাঁটির নেইক শঙ্কা
সতীন-কাঁটার নেইক জ্বালা ।

নেইক দ্বন্দ্ব ছ'ইচ্ছাতে,—
নেইক লোকের নিন্দাভয় ।
—হাস্ছ ? হাস । কিন্তু প্রিয়ে
ক'র'ব বিয়ে স্ত'নিশ্চয় ।

ফুল-সাঞি যে ফকির আছে
ফুলকে তারা ভালবাসে,
তাদের ধারা ধ'র'ব এবার,—
থাক'ব মগন ফুলের বাসে ।

থাক'ব ডুবে অগাধ রূপে
কুরূপ কাঁটা দেখ'ব নাকো ;
ফুল নিয়ে খ'র'ব এবার
তোমরা সবাই স্ত'থে থাকো ।

কুহ ও কেকা

তার পরে দিন আসবে যখন
মরতে আমি পারব স্থখে,
ইতস্ততঃ করবে না ফুল
থাকতে একা শবের বুকে ।

ফুল—সে আমার সঙ্গে যাবে—
পুড়ব মোরা এক চিতাতে ;
দেখিস্ তোরা দেখিস্ সবাই
যেতে সে ঠিক পারবে সাথে ।

ভেবেছিলাম প্রথম প্রিয়ে !
তোমায় এসব বলব নাকো,
লুকিয়ে ক'রে আসব বিয়ে
লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও ।

কিন্তু ছাপা রইল না, হায় ;
মনের কথা—গোপন অতি—
বেরিয়ে গেল কথায় কথায়,—
কথায় বলে মন-না-মতি !

মনের ভিতর মর্জি আছেন
নবাবী তাঁর অনেক রকম,

কুহু ও কেকা

মনের কথা বললে খুলে
টিট্কারী সে করবে জখম ।

লুপ্ত যুগের অস্থিগুলো
গুপ্ত আছে মনের ভিত্তে,—
সভ্যতার এই সোধতলেই,—
বর্তমান এই শতাব্দীতে !

তাই মগজের পোড়ো কোঠায়
অন্ধকারে ঘুরছে চাবী,—
বসছে উঠে গঙ্গাযাত্রী ;—
সহমরণ করছি দাবী !

বাঁচন এই যে সম্প্রতি মন
মগন আছে ফুলের রূপে,—
নইলে কিষে ঘটত বিপদ !—
বল্ব তাহা তোমায় চুপে ?—

মরণ-দায়ে গেছ বেঁচে ;
পালাও প্রিয়ে প্রাণটা নিয়ে ;
ফুল-সাক্ষির মতন আমি
ফুলকে এবার করব বিয়ে !

জবা

আমারে লইয়া খুসী হও তুমি
ওগো দেবী শবাসনা !
আর খুঁজিয়োনা মানব-শোণিত
আর তুমি খুঁজিয়োনা ।

আর মানুষের হৃৎ-পিণ্ডটা
নিয়োনা খড়্গে ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুলোনা গো আর
স্বথের নিভৃত নীড়ে ।

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া
উজলি' পুষ্প-সভা,—
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ড গো !—
আমি সে রক্তজবা ।

তোমার চরণে নিবেদিত আমি
আমি সে তোমার বলি,
দৃষ্টি-ভোগের রাঙা খর্পরে
রক্ত-কলিজা কলি ।

কুহু ও কেকা

আমারে লইয়া খুসী হও ওগো !

নম দেবী নম নম,

ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ

ধরার শিশুরে ক্ষম ।

ছায়াচ্ছন্দা

ছিন্ন ছায়া ঘনিষে এল

ঘুমে নয়ন আলা,

ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে

বালা.;

হাওয়ার ভরে যায় পরীরা,

চেউয়ের ফণায় নিবল হীরা,

জড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে

নিদকুশুমের মালা !

ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে

বালা ।

তোলে নি আজ বৈকালী ফুল,—

ভরে নি আজ থালা,

ছায়ায় ছাওয়া রূপের রসের

ডালা ;

কুহ ও কেকা

গন্ধ তুণের গহন স্বাসে
শিউলি কুঁড়ি ঝিমিয়ে আসে,
তন্দ্রা-ভারে পড়ল ভেরে
আঁধারে ডাল-পালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা ।

শিয়রে থোও সোনার কাঠি
সন্ধ্যা-মেঘে ঢালা,
খণ্ড চাঁদের দীপখানি হোক
জ্বালা ;
হাওয়ার মুখে নাই কোনো বোল,—
অশথ পাতায় দেয় না সে দোল,
আঁধার শুধু কোল ভরেছে,—
হিমে শীতল—কাল !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা !

শুন্বে না সে আজ ঝিঁঝিদের
রাত্রি ব্যাপী পালা,
দেখবে না গো বনে জোনাক-
জ্বালা ;

পর্দাখানি দাও গো টানি'
ঘুমিয়ে গেছে আলোর রাণী,
লুপ্ত-শিখা সোনার প্রদীপ
মৃত্যু-ভুবন আলা ;—
ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে
বালা ।

সংকারান্তে

রেখে এলাম একলা-যাবার পথের মোড়ে ;
সেই কথাটি জানাই প্রভু ! করজোড়ে !
নেহাৎ শিশু নয় সেয়ানা,
অচেনা তার ষোল আনা ,—
ভয় যদি পায় নিয়ো তুলে অভয় ক্রোড়ে,
প্রভু আমার ! একলা-চলা পথের মোড়ে ।

তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে—নির্ভাবনা ;
নইলে প্রভু ! সহিত কভু যম-যাতনা ?
যম—নিয়মের ভূত্যা তোমার,—
চিতার শিখা অঙ্গুলি তার,—
সেই আঙুলে নেয় সে চুনি' রত্ন-কণা ;
তোমার হাতে সঁপে সে হয় নির্ভাবনা !

কুহ ও কেকা

সঁপে গেলাম প্রভু ! তোমার চরণ-ছায়ে,—
মুক্ত হ'লাম তোমার দয়ায় সকল দায়ে ;
ফিরিয়ে তোমার গচ্ছিত ধন
হাক্কা হ'য়ে গেল জীবন,
মায়ের বুকের রত্ন দিলাম বিশ্ব-মায়ে,
ওগো প্রভু ! সঁপে গেলাম তোমার পায়ে ।

রেখে গেলাম তুমি-দোসর পথের মোড়ে,
সেই কথাটি জানাই তোমায় করজোড়ে ;
জানি তুমি নেবেই কোলে,
তবু তোমায় যাচ্ছি বলে,—
বিশ্বমায়ে বলছি,—অবোধ,—নিতে ওরে ;—
দাঁড়িয়ে তোমার ঘম-জাঙালের বক্র মোড়ে ।

ছিন্ন মুকুল

সব চেয়ে যে ছোটো পীঁড়ি থানি
সেই থানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়ি,
জল ভরে না ছোটো গেলাসেতে ;

বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব চেয়ে যে শৈশবে এসেছিল
তারি থাওয়া ঘুচেছে সব আগে ।

• •

সব চেয়ে যে অন্ধে ছিল খুসী,—
খুসী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে ;
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয়-তরাসে ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবী !

চলে গেছে একলা চুপে চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে ;
যাবার বেলা টের পেলো না কেহ
পারলে না কেউ রাখতে তারে ধ'রে ।
চ'লে গেল,—পড়তে চোঁথের পাতা,—
বিসর্জনের বাজনা শুনে বুঝি !
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি' ।

কুহ ও কেকা

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে !
হারিয়ে গেছে বোল-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
ছুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি ।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে,
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি,
ছুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী ।

সব চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি
সে গুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে ;
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে ।

ভুঁই চাঁপা ।

দিনের আলোয় লাগল রে নীল তজ্জা-লেখা !
নিবিড় স্মৃথে কী কোতুকে বাজল কেকা !
রসিয়ে রবি-রশ্মি হোথা
পূবে হাওয়ার বইল সোঁতা,—
আজ পাতাল-ঘরের নাগিনী ওই বাইরে একা !

কোঁতুহলী কেকাংধ্বনি মূর্ত্তি ধরে !—
ফুটল সে ভুঁই চাঁপা হ'য়ে মাটির 'পরে !
বিশ্বয়েরি বোল্ বেজেছে,—
বিনা-ডালেই ফুল সেজেছে !—
ওই লুপ্ত গাছের গোপন মূলে কী মস্তরে !

শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি,
মাটির কোলে পাপড়ি মেলে ভুঁই চাঁপাটি !
মগন ছিল পাতাল-তলে
জাগল সে আজ কিসের ছলে ?—
বুঝি ঠেকল মাথায় বৃষ্টিধারার রূপার কাঠি !

কুহ ও কেকা

বেরিয়েছে তাই পাতাল-পুরীর রত্ন-কণা !—

লক্ষ-ফণা অনন্তেরি একটি ফণা !

আন্ জনমের নষ্ট মুকুল,—

এই দিনের এই ফুটন্ত ফুল,—

ওগো যুক্ত সে কোন্ গোপন সত্য—অদর্শনা !

দিনের আলোয় লাগছে আজি তন্দ্রা চোখে,

নিবিড় নীলে ডুবিয়ে নিল স্বপ্নলোকে !

পাতাল-পুরীর কুণ্ড হ'তে

অমৃত কে বহায় স্রোতে !—

ওগো জন্ম-মরণ যুক্ত ক'রে ফুটল ও কে !

আজ্কে খালি ফিরে-পাওয়ার বইছে হাওয়া !

নেই কিছু নেই চিরতরেই হারিয়ে-যাওয়া !

হারাগো ফুল ফুটছে ফিরে

শাঁওল মাটির আঁচল ঘিরে !

ওই মূলের ঘরে মিলে যে আছেই—যাবেই পাওয়া !

ধূলি

জীবনের লীলাক্ষেত্র পুণ্য ধরাতল,
প্রতি ধূলিকণা তার পবিত্র নিম্নল।
মানবের হর্ষ, ব্যথা, মানবের প্রীতি,
মানবের আশা, ভয়, সাধনার স্মৃতি,—
স্পন্দিত করিছে তার প্রত্যেক অণুরে
নিত্য নিশিদিনমান ; অবিশ্রাম সুরে
উঠিছে গুঞ্জন গান অশ্রুত-মধুর—
অতীতের প্রতিধ্বনি বিস্তৃত সূদূর !
এই যে পথের ধূলি উড়ায় বাতাস
মহামানবের ইহা মৌন ইতিহাস ;
তীর্থময় মর্ত্যলোক ; প্রতি রেণু তার
আনন্দ-গদগদ চির অশ্রু-পারাবার ।

মাটি

এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির-চমৎকার,—
চরণে লীন এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার,—
এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণ-গুন্ডময়,—
তারার হাতে মাটির ভাঁটা,—তাই বলে এ তুচ্ছ নয় ।

কুহ ও কেকা

মাটি তো নয়—জীবন-কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,—
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার !
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—একপিঠে তাঁর লীলার খেল,
আরেকটি দিক অন্ধ-অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল !

মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয়-লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয় !
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্য্যোও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-স্বতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই !

গঙ্গার প্রতি

সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্রাম-শস্ত্র-হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি
অগ্নি সুরধুনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আশীর্বাদ !
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর-প্রসাদ !

রিক্ত ছিল মহী, তারে তব বর করিল উর্বর,
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীর্তি তোর গাহে নিরন্তর ;
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি' বেদ-মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা ! সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি মাতা !

কুণ্ড ও কৈকী

তোরে ঘিরি' উৰ্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি' চিতানল উদ্ধারের স্বসিঁছে কামনা ;—
তীরে তীরে' প্রেতভূমে ; অগ্নি রুদ্র-জটা-নিবাসিনী !
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিব-নাশিনী ।

অমল পরশ তোর, বড় স্নিগ্ধ মাগো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্ত ভালে বুলাও গো অমৃত হিল্লোল ।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে সঁপি পুত্রকণ্ঠা, তোরি কোলে ঘুমাইবে স্নখে

একদিন তারা সবে ; দেহভার বহে প্রতীক্ষায় ;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,—
ভস্ম মিলে ভস্ম সনে,—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার !
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার ।

পৰ্ব রচি' তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারম্বার,
পরশি তোমারে—অগ্নি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্রে হেরি শূদ্র দ্বিজ স্নকলের মিলিত সমাধি,
অগ্নি গঙ্গা ভাগীরথী ! ভারতের অন্ত, মধ্য, আদি !

কুহ ও কেকা

শোণ নদের প্রতি

সৈকত-শয্যার 'পরে সুবিশাল বাহ যেন কার
সূচনা করিয়া শুভ স্মুরিয়া উঠিছে বার'বার
বলদৃপ্ত, কাঞ্চন-বরণ । হে হিরণ্য-বাহ নদ,—
কোন্ দেবতার তুমি বাহ ? কত ঋদ্ধ জনপদ,—
কত গ্রাম, কত ক্ষেত্র—সম্পদে দিয়েছ তুমি ভরি' ;
দিয়েছ—দিতেছ আরো ; নাহি জানি কত কাল ধরি' ।

প্রাচীন পাটলিপুত্র—পোষ্য প্রতিপাল্য সে তোমার,—
মৌর্য্যমণি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাণী অঙ্কে দিল যার,—
মৌর্য্যবংশ স্থাপয়িতা ; যে বংশের প্রতাপে মলিন
সূর্য্যবংশ ।—ধর্ম্মাশোক যাহারে পালিল বহুদিন
জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা । ওগো শোণ ! তোমারি শোণিতে
পুষ্ট সে গোবিন্দসিংহ ;—গুরু নামে খ্যাত অবনীতে ।

ওগো শোণ ! স্বর্ণবাহ ! অতীতের মুকুটের সোনা !
তোমার ও উর্দ্ধিজাল—গৌরবের স্বর্ণ-জরি-বোনা !

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—‘দেখা যায় বারাণসী !’
চমকি চাহিলু,—স্বর্গ-সুখমা মর্ত্যে পড়েছে খসি’ !
এ পারে সবুজ বজ্রার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক-আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল !
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে ।
জয় জয় বারাণসী !
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জল শশী ।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে ;
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যার রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বারবার
গ্রায়-ধর্মের মর্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্বার ।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি’ !

কুহুও কেকা

এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
—কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ম্বর ।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইল আপনায় ।
তেজের মূর্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয় ;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পূজা করিলেন সমাহার,—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার ।
শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্তন ।
এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিশ্বিসারের বিস্মিত স্মিতসুখ !
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমগগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায় !
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ ।
চিকণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরণ অনুশাসনের লিপি !
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে স্নান সোনার পাতে ।
জয় ! জয় ! জয় কাশী !
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতি রাশি !

কুতু ও কৈকা

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা ।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাহার দৌহায় মিলেছিল দুই হিন্দু মুসলমান ।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায় ।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব !
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব ;
আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলন-ধর্মী মানুষ মিলিবে ; এ নহে স্বপ্নকথা ।

জয় কাশী ! জয় ! জয় !

সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হ'বে তুমি নিশ্চয় ।

স্ফটিক শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরভূমি ;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ক্রকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে ;
তুষিত জগত খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসী !
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জালিয়া কেন আছ দূরে বসি' ?
মধু-বিছায় বিশ্বমানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ ।

কুহু ও কেকা

সার্থক হোক সকল মানব, জয়ী হোক ভালবাসা,
সঙ্কস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কস্মনাশা ।
ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হ'বেনাকো একেবারে
সবারেই দিতে হ'বে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে ।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো গুচি অগুচির ভেদ ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর ব্যাপী চির জনমের বেদ ।
সুস্থ হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গত্তী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী ভূমি !
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হয় ? কেবলি পৃথিবী দেহ ?
দাও সুখা দাও, পরাণের ক্ষুধা চির-নিবৃত্ত হোক,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক ।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার ।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনের মুগ্ধ করিয়া আনো ;
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক পাশাপাশি মিলেজুলে ;
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত জনের করে ।

জয় ! বারাণসী জয় !

অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয় ।

হিমালয়ার্চক

নম্, নম্ হিমালয় !

গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয় !

বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর !

দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর !

অবাধ বাতাস বাধা তোমার, তোমাতে সে করে ভয় ।

নম্ নম্ হিমালয় !

নম্ নম্ গিরিরাজ !

অযুত ঝোরার মুক্ত-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ ;

স্বত্রবিহীন কুসুমের হার

উল্লাসে শোভে উরসে তোমার ;

মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ !

নম্ নম্ গিরিরাজ !

নম্ মহামহীয়ান্ !

নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সন্মান করে দান ।

গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ক্রকুটি,

তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি',

ভীম অর্কদুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয় গান !

নম্ মহামহীয়ান্ !

কুহ ও কেকা

নম নম গিরিবর !
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর ।
শিথরে শিথরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর ।
নম নম গিরিবর ।

নম নম হিমবান্ !
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের নঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান ;
নম নম হিমবান্ ।

নম নম ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী', তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির-অমরতা-বর !
নম নম ধরাধর ।

কুহ 'ও কেৰা

নম নম হিমাচল !

কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মৌৰে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমাৰে হেৰিষ পৰাণ ভৰিয়া উছলিছে অবিরল !
নম নম হিমাচল ।

অতীত-সাক্ষী নম !

ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বান্ধীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার হুৰাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত নম ।

কাঞ্চন শৃঙ্গ

কোথা গো সপ্ত ঋষি কোথা আজ ?—
কোথায় অরুন্ধতী ?
শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম,
এস গো তুলিবে যদি !

কুছ ও' কেকা

প্রত্যাষে সে যে ফুটিয়া, প্রদোষে
নিঃশেষে লয় পায়,
সোনার কাহিনী স্মরিতে একটি
পাপড়ি না রহে, হায় !
কে জানে কখন অঙ্গরাগণ
সে ফুল চয়ন করে,
সোনালি স্বপন লেগে যায় শুধু
নরের নয়ন 'পরে !

নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার
ওগো কাঞ্চন-গিরি !
দেব-হস্তের কুঙ্কম ঝরে
নিত্য তোমাতে ঘিরি' !
সোনার অতসী সোনার কমলে
নিত্যই ফুল-দোল !
নিত্যই রাস জ্যোৎস্না-বিলাস !
হরষের হিল্লোল !
নিত্য আবার বিভূতি তোমার
ঝরে গো জটিল শিরে,
কনকনে হিম তুষার-প্রপাত
সর্পের মত ফিরে !

দিনে তুমি যেন মূর্ত্ত জীবন
রজত-গুহ্র-কায়ী,
নিশীথে তুমিই ভীষণ পাংশু
মহা-মরণের ছায়া ;—
আধারের গাটে যখন তোমার
পাণ্ডুললাট জাগে,—
ভয়-বিস্ফার নয়নে যখন
তারাগণ চেয়ে থাকে !

তুমি উন্নত দেবতার মত,
উদ্ধত তুমি নহ,
নিগূঢ় নীলের নিশ্চলতায়
বিরাজিছ অহরহ ।
দৃষ্টি আমার ধৌত করিছে
রুচির তুষার তব,
হৃদয় ভরিছে হরষ-জ্যোয়ার
বিস্ময় নব নব !
এ কি গো ভক্তি ?—বুদ্ধিতে পারি না ;
ভয় এ তো নয় নয়,
সকল-পরাণ-উথলানো এ যে
সনাতন পরিচয় !

কুহ ও কেকা

তোমার আড়ালে বাস করি মোয়া
তোমার ছায়ায় থাকি,
তোমাতে করেছে স্বর্গ রচনা
মুগ্ধ মোদের আঁখি ;
ভুলোকের হ'য়ে ছ্যলোক-কেড়েছ
স্বলোক আছ চুমি',
অমর-ধামের যাত্রার পথে
দিব্য-শিবির তুমি !

নম নম নম কাঞ্চন-গিরি !
তোমাতে নমস্কার,
তুমি জানাতেছ অমৃতের স্বাদ
অবনীতে অনিবার !
তোমার চরণে বসিয়া আজিকে
তোমারি আশীর্বাদে
সোনার কমল চয়ন করেছি
সপ্ত ঋষির সাথে ।

মেঘলোকে

গিরি-গৃহে আজ প্রথম জাগিয়া
আহা কি দেখিলু চোখে,
মর্ত্যলোকের মানুষ এসেছি
জীবন্তে মেঘলোকে !
গিরির পিছনে গিরি ঊকি মারে
চুড়ায় লজ্জা চুড়া,
বিক্রোর মত কত পাহাড়ের
গর্জ করিয়া গুঁড়া !
তারি মাঝে-মাঝে এ কি গো বিরাজে ?—
এ কি ছবি অদ্ভুত !—
গিরি-উপাধান সান্নিতে শয়ান
কোন্ যক্ষের দূত ?
চারি দিকে তার তল্লি যত সে
ছড়ানো ইতস্তত,
পাশ মোড়া দিয়া ঘুমায় রৌদ্রে
ক্লান্ত জনের মত !
কে জানে কাহার কি বারতা লয়ে
চলেছে কাহার কাছে,
বসনের কোণে না জানি গোপনে
কার চিঠিখানি আছে !

কুল ও কেকা

সে কি যাবে আজ অলকাপুরীতে

ক্রৌঞ্চদুয়ার পথে ?—

তুষার ঘটার জটিল জটায়

লঙ্ঘিয়া কোনো মতে ?

কূপ, নদী, নদ, সমুদ্র, হৃদ—

যার যাহা দেয় আছে,—

সব রাজস্ব সংগ্রহ ক'রে,

পবনের পাছে পাছে—

সে কি আসিয়াছে গিরিরাজ-পদে

করিতে সমর্পণ ?

কিবা, তার শুধু কূটজ ফুলের

জীবন বাঁচানো পণ !

রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া

উঠিল মেঘের দল,

শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া

চলিয়াছে টলমল ;

দেখিতে দেখিতে বিশা'য়ের

এই পাষাণ-যজ্ঞশালে

শত বরণের সহস্র মেঘ

জুটিল অচির কালে !

চমরী-পুচ্ছ কটিতে কহহারো
ময়ূর-পুচ্ছ শিরে,
ধূল লসন পরিয়া কেহ বা
দাঁড়াইল সভা ঘিরে !
সহসা কুহেলি পড়িল টুটিয়া,
অমনি সে গরীয়ান্
উদিল বিপুল হৈম মুকুটে
গিরিরাজ হিমবান !

গগন-গরাসী প্রলয়ের ঢেউ,—
আদি প্লাবনের স্মৃতি,—
প্রাচীন দিনের পাগল ছন্দ,—
উদ্বেল মহাগীতি,—
মহান্ মনের উচ্ছ্বাস যেন
সফল হ'য়েছে কাজে,—
আদি কল্পনা রেখেছে নিশানা
সৃষ্টি-পুঁথির মাঝে !
নীল আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা
যেন গো সবলে চিরি'
ধরার পরশ ঠেলিয়া, গগন—
ফুঁড়িয়া উঠেছে গিরি !

কুহ ও কেকা

একি মহিমার মহান্ বিকাশ !—

আকাশের পটে আঁকা,
হ্যালোকে ছলিছে স্বর্গের জ্যোতি
স্বর্গের স্মৃতি মাথা !

নিখিল ধরার উর্দ্ধে বসিয়া .

শাসিছে পালিছে দেশ,
বজ্র টুটিছে, বিজুলী ছুটিছে,
নাহি ভ্রক্ষেপ-লেশ !

আজি দলে দলে গিরিসভাতলে

মেঘ জুটিয়াছে যত,
প্রমথ-নাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে
প্রমথ-দলের মত !

নীরবে চলেছে গিরি প্রধানের
সভার কস্মচয়,

সৃজন, পালন—বহু আয়োজন
ওই সভাতলে হয় ;

কোন্ ক্ষেতে কত বরষণ হবে,—
কোন্ মেঘ যাবে কোথা,—

সকলের আগে হয় প্রচারিত
ওইখানে সে বারতা ;

শিখরে শিখরে তুষার-মুকুরে
ঠিকরে কিরণ-জালা,
মুহূর্ত্তে যায় দেশদেশান্তে
গিরির নিদেশ মালা !

বার্তা বহিয়া শূন্যের পথে
মেঘ ওঠে একে একে,
রৌদ্র ছায়ার চিত্র বসনে
নানা গিরি বন ঢেকে ;
আমি চেয়ে থাকি অবাক নয়নে
বসি' পাথরের স্তূপে,
সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন
পশেছি একেলা চুপে !
হাজার নদের বত্না-স্রোতের
নিরিখ্ যেখানে রয়,—
লক্ষ লোকের হুঃখ স্মৃথের
হয় যেথা নির্ণয়,—
মেঘেরা যেখানে দূর হ'তে শুধু
বৃষ্টি মারে না ছুঁড়ে,—
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,—
পড়ে থাকে সান্ন জুড়ে ;—

কুহ ও কেকা

কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গী করিয়া
কীৰ্ত্তনিয়ার মত,—
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি, °
কেহ নৰ্ত্তনে রত !
কখনো আবার মেঘের বাহিনী
ধরে গো যোদ্ধা বেশ,—
মৃত্যুতে যেন মর্ত্য-প্রেতের
কলহ হয়নি শেষ !
কৌতুকে মিহি চাঁদের সূতার
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ !
আমি বসে আছি এ সবার মাঝে
এই দূর মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার
নিরখি চন্দ্র-চোখে !
স্বর্গের ছায়া মর্ত্যে পড়েছে,
শান্ত হ'য়েছে মন,
নয়নে লেগেছে ধ্যানের সুষমা—
দেবতার অঙ্গন ;

চক্ষে দেখেছি দেবতার দেশ
দূরে গেছে গানি যত,
মেঘেরও উর্দ্ধে করেছি ভ্রমণ
গ্রহ-তারকার মত !

চুড়ামণি

ডুবেছে সকলি, তবু, শীর্ষ জেগে আছে,
জেগে আছে হিমালয় ; সে তো কারো কাছে
কোনোদিন ভ্রমেও হয়নি অবনত !
শক, হুণ, মোগল, পাঠান কতশত
আসিয়াছে মুক্তরোধ বণ্ডা সম, তবু
পারেনি ডুবাতে কেহ কোনোমতে কভু
মহিমা-মণ্ডিত পুণ্য হিমালয় চূড়ে !
কোলাহল ক'রেছে কেবল ফিরে ঘুরে ।
পরাজয় স্বীকার করেনি হিমালয় ।
তুমার-উষ্ণীষ তব কলঙ্কিত নয়
চরণধূলায় কারো, ওগো পুণ্যভূমি !
সকল গানির উর্দ্ধে বিরাজিছ তুমি,—
লয়ে তব ব্রহ্মবিদ্যা, তপস্তার বল ;
জগতের চুড়ামণি অটল অচল !

“লরেল্”

প্রতীচ্য কবির চির সাধনার ধন
তোরে আজি হেরি চক্ষে,—সরেল-পল্লব !
রাজ্যবান রাজা হ’তে পূজ্য যেইজন
লেই লভে লরেলের মুকুট হুল’ভ ।

অন্ধকবি হোমরের ছিল আঁখি তারা,
দাস্তুর ‘প্রথমা প্রিয়া’ ছিল সখি তুই ;
তোরে পরশিয়া আজি আমি আত্মহারা,—
ইচ্ছা করে হে শ্রামাঙ্গী । শিরে তোরে ইথু ।

প্রকৃতির প্রাণ-দেওয়া প্রাচীন হাপরে
গঠিত পল্লব তোর শ্রামল-কোমল,—
রসের রসান্ করা ; কবি বিনা পরে
অরসিকে রূপ তোর কি বুঝিবে ? বল !

চির-হরিতের গড়া তনু স্নকুমার,
চির-নবীনের শিরে আসন তোমার ।

দার্জিলিঙের চিঠি

বন্ধু,

আমি এখন বসে আছি সাত-শো-তলার ঘরে !
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে ।
ফিরোজা রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখনা ঝেড়ে যায় !
অস্ত রবির আভাস লাগে পূর্ণিমা চাঁদে,
শীর্ণ ঝোরা যক্ষ-নারীর দুঃখেতে কাঁদে !
তবু এখন নাই অলকা নাই সে যক্ষ আর,
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবির কল্পনার ।

হঠাৎ এল কুজ্জাটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মত্ত পড়িয়া !
কুহেলিকার কুহকে হায় স্রষ্টি ডুবিল,
ঝাপসা হ'ল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল ।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি !
সকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আরাম পরাণে !

*

*

কুহু ও কেকা

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়,
গুল্ম-ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায় ;
নীল আলোকের আবছায়াতে নিরীণ তরুচয়,
'কাঞ্চি'-মণির তুল্ তুলিয়ে হাক্কা হাওয়া বয় !
মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ-ভরা নীল,—
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল ;
শান্তি হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাখীর আছে কি বাসা ?

*

*

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লঙ্করী চালে,
অস্ত রবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে !
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচ্কারী হানে,
রামধনুকের রঙীন মায়া ছড়ায় বিমানে ;
মেঘে মেঘে পান্না চুনীর লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুমার গিরি উত্তত জাগে !
দিব্য-লোকের যবনিকা গেল কি টুটি' ?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি' ?

*

*

গিরিরাজের গায়বী-টোপর ওই গো দেখা যায়,—
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্ণ-সুষমায় !
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে লাখ,
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্ঝাক্ !

নর-চরণ-চিহ্ন কভু পড়ে নি হোথায়,
 নাইক শব্দ, বিরাট, স্তব্ধ,—আপন মহিমায় !
 সন্ধ্যা প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
 রুদ্ধগতি বিদ্যাতেরি দীপ্তি জাগে তায় !
 শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় রঙীন মহোৎসব,
 বিদূর ভূমে রত্ন-ফসল হয় বুঝি সম্ভব !
 মর্ত্যে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
 ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার ।

* * *

ওই বরষের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
 ওই মুকুরে সূর্য্য, তারা, মুখ দেখে সবাই !
 হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াসার,
 হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা যমুনার !
 ওইখানেতে তুষার-নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
 রশ্মি-রেখার ঘাত-প্রতিঘাত চলছে অবিরল ।
 উচ্চ হতে উচ্চ ওষে মহামহত্তর,
 নিশ্চলতার ওই নিকেতন অক্ষয়-ভাস্বর !

* * *

হয় তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
 হয় তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর ;
 রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
 কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মূরছায় !

কুহ ৩ কেকা

হয় তো আদিবুদ্ধ হোথায় স্থাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভুলোক সাজি' কিরণ সাজে !
কিন্ধা হোথা আছে প্রাচীন মানুষ সরোবর,—
স্বচ্ছশীতল আনন্দ যার তরঙ্গ নিকর !
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদুহাস !

*

*

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াসায় ?—
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায় !
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায় ।
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ কলরব !
এমনি ক'রে স্বর্ণ শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিশ্বয় ।
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনাহারা ?
চোখে পলক নাইক তাঁদের—পড়ে না ছায়া,—
মমতা কি যায়নি তবু—ঘোচেনি মায়্যা ?
তাই বুঝি হয় ফিরে যেতে ফিবে ফিরে চাই,
কে যেন, হয়, রইল পিছে,—কাহারে হারাই !

*

*

কুহ ও কেকা

সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙীন চরাচর,
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতঃপর ।
উঠল সেজে সাঁঝের আলোয় দার্জিলিং পাহাড়,
ফুটল যেন ভুবন-জোড়া গাঁদাফুলের ঝাড় !
কুজ্জাটিকায় সাঁঝের আধার হ'ল দ্বিগুণ কালো,
অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো ।
তখন জ্বালার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি,
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি ।
ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র-মোহ অমনি তখন খসে,
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে ঘিরে বসে !
ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই,
ইচ্ছা করে কুচ্ছ-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই ;
শিক্ষা-শাসন হেথা ; সেথায় হরষ হিন্দোল,
এয়ে কঠোর গুরু-গৃহ সে যে মায়ের কোল ।
তাই নিশীথে ঘরের কথা জাগে সে সদাই,
মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই ।
সংগোপনে শব্দ যোজন করি ছ' চারিটি
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি ।
ভগ্ন স্বাস্থ্য কর্তে আশ্রয় পড়ছে ভেঙে মন,
ডাক পিয়নের মূর্তি ধ্যান ক'রে সকল ক্ষণ ;
তাই অনুরোধ মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার ক'রে নাও, ভাই !

সিংহল

("Young Lochinvar" এর ছন্দে)

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাশূল-বন'কেশ !
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মহুর নিশ্বাস !
আর উজ্জল যার অশ্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায় ;
এই বঙ্গের বীজ ত্রুণোধ প্রায় প্রান্তুর তার ছায়,
আজো বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায় ।

ওই বঙ্গের শেষ কীর্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ্ শঙ্কর যার বকল-বাস, সিংহল যার নাম ।
যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্কণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড় ।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার বর,
হায় লুকের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কণ্ঠার হয় বর ।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্রাম;—নির্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ;
আর কাঞ্চন তাছা গৌরব, আর মৌক্তিক তার শ্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্বাণ।

সিদ্ধিদাতা

(যবদ্বীপের একটি গণেশ মূর্তির ছবি দেখিয়া)

একি তোমার মূর্তি হেরি !—একি হেরি সিদ্ধিদাতা !
হাজার নর-মুণ্ড 'পরে ঠাকুর ! তব আসন পাতা !
হাজার জীবন নষ্ট হ'লে—ব্যর্থ গেলে হাজার জন—
তবে তোমার হয় প্রতিষ্ঠা ?—নির্মিত হয় সিংহাসন ?
তখন তুমি প্রসন্ন হও—তখনি হও আবির্ভাব ?—
নইলে পরে ব্যর্থ আশা ?—নইলে সুদূর সিদ্ধিলাভ ?

খুলে গেল দৃষ্টি এবার !—ঠাকুর ! তোমায় নমস্কার !
হাড়ের স্তূপে সিদ্ধিদাতার আসন-পাতা ! চমৎকার !

ভ্রূগমে কে যাত্রা ক'রে যবদ্বীপে করলে জয় !
কত বছর যুদ্ধ হ'ল কতই প্রাণের অপচয় !—
হিসাব তাহার নাইক কোথাও ; শিল্পী শুধু করনাতে
আভাসখানি রেখে গেছে কঙ্কালের ওই অরূপাতে ;

কুহ ও কেকা

গড়ে গেছে পাথর কেটে মূর্তিখানি জীবন্ত,
শবাসনে সিদ্ধিদাতা,—শোকের দহন নিবন্ত ।
নৃমুণ্ডেরি স্তূপের পরে জাগল বিপুল জয়ের গাথা,
অভেদ হ'য়ে দিলেন দেখা সিদ্ধি সনে সিদ্ধিদাতা !

* * *
খর্ব্ব তুমি—স্থূল রকমের, সিদ্ধি—তুমি লম্বোদর ;
তবু তোমায় চায় সকলে, তবু তুমিই মনোহর !
তোমার লাগি বিশ্বামিত্র পীড়া দিল নিখিল জীবৈ,
যাত্রী ছোটো তোমার লোভে মর্ত্যালোকে আর ত্রিদিবে ;
কারো হঠাৎ নিব্ছে বাতি,—কারো মাথায় চক্র ঘোরে,
কেউ বা লভে জ্ঞানের ভাতি, কেউ বা পথেই যায় গো ম'রে !
সিদ্ধি লাগি' কন্মী, জ্ঞানী ছুটছে কবি দিবস নিশা,
কেউ বা লভে স্বর্ণকণা, কেউ বা ধূলায় হারায় দিশা !

* * *
শিখাও প্রভু ! বিয় বিপদ ফেলতে ঠেলে দুঃখ রাতে ;
করতে শিখাও কৃচ্ছ্র সাধন নাম লিখিয়ে খরচ-খাতে,
মরতে শিখাও গুঞ্চ মুখে, ফিরতে শিখাও শূন্য হাতেই,
সত্যভানু প্রদীপ্ত যে নৃ-কপালের গুহ্রতাতেই ।

* * *
পণ্ড পূজা ঠাকুর ! তোমার ক্ষুদ্রচেতা বেনের ঘরে,—
উজ্জলোভী মৃষিকে সে সিদ্ধিদাতার বাহন করে !
তারা তোমায় চেনে না, হায়, চেনে নাক সিদ্ধিদাতা,
অভ্রভেদী নৃকঙ্কালে প্রভু ! তোমার আসন পাতা ।

ওঙ্কার-ধাম

(Un Pelerin D' Angkar পড়িয়া)

ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার-ধাম !

চিত্ত-চমৎকার !

জ্ঞান-কাষোজে কনকাস্তোজ

হিন্দুর প্রতিভার !

তোরণে তাহার সপ্তশাৰ্ঘ

সৰ্প সে ফণা ধরে,

পৰ্বত সম বিপুল দেউল

মিশরের যশ হরে ।

যোজন ব্যাপিয়া পত্তন তার,

বিধিয়া নীলাম্বর

পৰ্বতজয়ী গর্বে উঠেছে

দেউল স্তরে স্তর !

গুহজে তার শোনার পদ,

চুড়ায় চতুশ্চুখ—

নীৰব হাশ্বে নিরখে চতুর্-

দিকের দুঃখ স্মৃথ ;—

বিরটি মূৰ্তি, আরতি তাহার

জাগায় ভকতি ভয় !

কুহ ও কেকা

দেউল ঘিরিয়া মূর্তি-মেথলা,—
রামায়ণ শিলাময় !
রাক্ষস, রথ, হস্তী মহৎ,
যুদ্ধের ছড়াছড়ি,
সাগর মথন, দেব অগণন,—
রয়েছে যোজন জুড়ি' !
প্রতি শিলা তার পেয়েছে আকুর,
শিল্পীর সুপরশে,
সারি সারি সারি বুদ্ধ মূর্তি
মগন ধ্যানের রসে ।
বিশ্ব হাজার একই দেবতার
রেখেছে গো খুদে খুদে,—
নির্ঝাক শিলা নীরবে ঘোষিছে,—
দেবতা সর্বভূতে !
শিল্পীর তপে হেথা অম্বর
রয়েছে পাথর হ'য়ে—
হেম-মুখী প্রেম মদিরেক্ষণা—
বহর সোহাগ স'য়ে ।
যোজন জুড়িয়া রয়েছে পাষাণ-
স্তম্ভের মহাবন,
জুনপদ দশলক্ষ লোকের
নামশেষ সে এখন !

নিবিড় বনের সবুজ আধার .
দিনে আছে দিক্ জুড়ে ;
শিব-শিব একা বিরাজিছে আজ
চতুর্দিকের চূড়ে !
আধেক ভগ্ন ধূলার মগ্ন
আঙনে মূর্তিগুলা,
—নাই লোক শুধু বাহুড় পেচক,—
পালক এবং ধূলা ।
ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার ধাম !
নাই—কারো নাই সাড়া,
ঘণ্টার মালা হুলিছে কেবল
বাতাসে পাইয়া নাড়া ।
ধ্বংসের দাড়া অশথ শিকড়
পাকড়ি' ধরিছে আঁটি' ;—
তার সাথে ধূলি আর বিস্মৃতি,
শিয়রে মরণ-কাঠি ।
ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার-ধাম !
বিস্মৃত তুমি আজ,
জানেনা হিন্দু কীর্তি আপন !
হায় নিদারুণ লাজ !

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা ! প্রলয়ঙ্করী ! হে ভীষণা ! ভৈরবী স্নন্দরী !
হে প্রগল্ভা ! হে প্রবলা ! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু ; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি ; সাগরের প্রিয়তমা অগ্নি ছুর্বিনীতে !

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাশ্বের কল্লোল তাঁরি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরদৃষ্ট, চির-অব্যাহত ।
দুর্গমিত, অসংযত, গৃঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর !

রুদ্ধ সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার ।
উর্ধ্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছে দশদিক ভরি' !

অন্তহীন মূর্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সঙ্গীতে,—
ঝঙ্কারিয়া রুদ্ধবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে !
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর ;
দুর্কোণ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুজ্জের্ম-সুদূর !

কুহুও কেকা

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, হরস্তু-হর্ষার ;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার !
স্বর্গ হ'তে অবতরি' ধয়ে চলে এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে !

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ ;
আর্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী !
অনাহুত—অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি !

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্তার মত লোক মাঝে,
ব্যাপ্ত সহস্র ভুজ বিপর্যয় প্রলয়ের কাজে !
দস্ত যবে মূর্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিন রাত
অভভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন ; সিন্ধুসখী ! হে সাম্যবাদিনী!
মূর্খে বলে কীর্তিনাশা, হে কোপনা ! কল্লোলনাদিনী !
ধনী দীনে একাসনে বসায় রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে ;

না জানে স্মৃতির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে ?
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,

কুহ ও কেকা

নাহিক বাস্তব মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই !
অগ্নি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অগ্নি পদ্মা ! অগ্নি বিপ্লাবিনী !

পাগলা ঝোরা

তোমরা কি কেউ শুন্বে নাগো পাগলা ঝোরার হুঃখ গাথা ?
পাগল ব'লে কর্কে হেলা ? কর্কে হেলা মর্শ্বব্যথা ?
জন্ম আমার হিম-উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি গঙ্গাদিদির পাগল ভাই ।

বরফ-মরুর একলা জীবন ভাল আমার লাগত নারে,
লুকিয়ে উকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে ;
সুড়্‌সুড়িয়ে গুড়্‌গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কোতুহলে
গড়্‌গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে ।

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,
পাগলা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে !
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে
চড়্‌চড়িয়ে পাহাড় কেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত শ্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধুলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জ্বালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনিসুতার রান্নামালা ;
একশো যুগের রনস্পতি,—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়,—
মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে শ্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুম্বরে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তম্ভ বিজন যোজন জুড়ে ঝঙ্কাঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে,—

পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন স্রুথে,
ছন্দ ছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে ;
যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে পূর্ব স্রুথে স্মরণ ক'রে ;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝ'রে ।

চক্ৰী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক দয়া, নাইক স্নেহ !
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্বিক্রমে,
মানুষ ছিল কোন্ স্রুত্রে—সাধিনি বাদ তাদের সাথে ;

তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমায় বন্দীবশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বপ্ন-আয়ু, আমায় কিনা বাঁধলে শেষে !

কুহ ও কেকা

কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তার ছিঁড়তে বলে,
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি, ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিন্ত যারা বলছে শোনো, —‘যায় না চেনা!’
বাজবে কবে প্রলয়-বিষাণ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা!
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো?
রুদ্রতালে নাচব কবে? তোমরা কেহ বলতে পার?

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো!
শূদ্রে দেখনা বক্র চোখে।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য কেবা?
কে সে দপিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজ্জে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী ।

শূদ্র শোঁধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে ।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের থানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে ।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে ।

কুল ও কেকা

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেশ গ্লানি !
স্বপ্নার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী ।

নির্বিচারে আবর্জনা বহু অহর্নিশ,
নির্বিকার সদা গুচি তুমি গঙ্গাজল ।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীতে নির্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নিষ্পল ।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কৰ্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে ।

পথের স্মৃতি

হাত পেতে বসেছে ভিখারী
রাজপথে মৌন প্রত্যাশায় ;
শাখা মেলি' শীর্ণ তরু সারি
শূণ্যমনে আকাশে তাকায় ।

কুহ ও কেৰা

লঘু মেঘ চলে যায় ভেসে,—
উপবাসী রহে শাখাদল ;
শাদা মেঘ ভেসে গেল হেসে
পিপাসীয়ে দিল না সে জল !

ধোয়া ধুতি—রেশমী চাদর —
‘চলো’ গেল ফিরাইয়া মুখ ;
অনুদার বিলাসী বাঁদর
অভুজের বুকিল না ছুখ ।

সহসা উড়ায় ধূলিজাল
স্নান মেঘ এল বায়ুভরে,—
বজ্রকণ্ঠ মূৰ্তি করাল,—
সেই শেষে দিল স্নিগ্ধ ক’রে !

• থামাইয়া থাউ ক্লাশ্ গাড়ী
রক্ষা মূৰ্তি হুঃখী গাড়োয়ান
গাড়ী হতে নামি’ তাড়াতাড়ি
গরীব গরীবে দিল দান !

কুহু ও কেকা

শাদা মেঘ দেয় না রে জল,
 স্নান মেঘ ! আয় তোরা আয়,
রিক্ত শাথে হ'বে ফুল ফল
 বিন্দু বিন্দু তোদেরি দয়ায় ।

দুর্ভিক্ষে

ক্ষিদের জরে যাচ্ছে মারা, ক্ষিদের ঘুরে পড়ছে মরে !
উপর-ওলার মর্জি, বাবা, একে একে যাচ্ছে সরে ।

বিকিয়ে গেছে হালের বলদ, দুধুলি গাই বিকিয়ে গেছে,
চালিয়েছিলাম দু' পাঁচটা দিন কাঁসা পিতল সকল বেচে !

বিকিয়ে গেছে লক্ষ্মী মোহর জনার্দনের রূপার ছাতা,
ভিটার গ্রাহক নাইক গাঁয়ে, তাই আজো সব গুঁজছে মাথা ।

বিকিয়ে গেলাম পেটের দায়ে, পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা,
কেড়ে খাবার দিন গিয়েছে, কুড়িয়ে খাবার গেছে পালা ;

কচি ছেলের খেইছি কেড়ে,—কান্নাতে কান দিইনি মোটে,
চোখে কানে যায় কি দেখা ?—ক্ষিদের যখন ভিতর ঘোঁটে ?

প্রথম প্রথম লুকিয়ে খেতাম, চোরের মতন হেথা হোথা,
নিজের ক্ষিদেয় ভুলতে হ'ত ছেলে মেয়ের ক্ষিদেয় ক'থা !

ঘাস পাতাতে চন্বে ক'দিন ? ক'দিন ওসব সইবে পেটে ?
শুকিয়ে আসছে ক্ষিদেয় নাড়ী, কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে ।

ক্ষিদেয় জ্বালায় জোয়ান মেয়ে দেছে সেদিন গলায় দড়ি,
ক্ষিদেয় জ্বরে ক'চি ঝাঁচা মরছে নিত্য ঘড়ি ঘড়ি ।

শুষ্কে পড়ে শ্মশান-ভিটায়,—শুষ্কে পড়ে সারি সারি,
সকল গুলোর মুক্তি হলে নির্ভাবনায় মর্ন্তে পারি ।

একে একে হ'চ্ছে নীরব খড়ের শেষে কঠিন ভূঁয়ে,
হ'চ্ছে নীরব—যাচ্ছে ম'রে,—বুঝছি সবি শুয়ে শুয়ে ।

বুঝতে পারছি—ওই অবধি—জানতে পাচ্ছি মাত্র এই,
মুখে দেব জল ছ' ফোঁটা—তেমন ধারাও শক্তি নেই ।

মড়ার লোভে ঢুকবে কুকুর,—ভাবতে ওঠে শিউরে গাটা,—
জ্যাস্তে পাছে থায় গো ছিঁড়ে, ভাবছি এখন সেই কথাটা ।

চোখের আগে অন্ধি ওড়ে, গায়ে মুখে বসছে মাছি,
বুঝতেও ঠিক পারছি নাক—মরেছি না বেঁচেই আছি ।

কুহ ও'কেকা

হায় ভগবান ! মৰ্জ্জি তোমার ! হায় জগদীশ ! তোমার খুসী !
রাখলে তুমি রাখতে পার, মারতে পার মারলে ক্বি' ;—

বাঘের ক্ষিদে মিটাও ঠাকুর,—প্রাণ রাখ প্রাণহানি ক'রে ;
মানুষ মরে ক্ষিদেয় জ'রে—হাত গুটিয়ে রইলে সরে !

সংশয়

গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি'
গগনে উঠিছে শঙ্কার সুর ভুবন ভরি' !
রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়ন তারা ।

যে দিকে তাকাই কেবলি যে ছাই পড়িছে বরি' !
ক্লান্ত পরাণ, দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি ;
'কি হ'বে গো' !—কারে সুধাইব, হায়, পাই নে ভাবি',
মধ্য সাগরে ছিদ্র তরলী যায় যে নাবি' !

স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মত আসিছে ঘিরে,
নিশ্বাস হরি' দৃষ্টি আবরি' ঘন তিমিরে ;
কোথা শাদা পাল ? কই তরী তব ? হে কাণ্ডারী !
লোনা জলে একি মিছে মিশে গেল নয়ন বারি !

হাহাকার

হুভিক্ষের ভিক্ষুর মত
কেঁদে কেঁদে ওঠে সে নিয়ত ;
রোদন উত্তমে অবসান,
আছে শুধু বদন-ব্যাদান !

আছে বুকে বুভুক্ষার মত
জগতের ক্ষুণ্ণ খেদ যত,
আছে শুধু যমের যন্ত্রণা
প্রেতলোকে জাগাতে করুণা !

এ সংসার অন্ধ-কারাগার,
কোনোদিকে মিলে না হ্রদার ;
ক্ষুণ্ণ প্রাণ, সংক্ষুব্ধ বেদনা,
কেবল পিঞ্জরে আনাগোনা ।

এ পিঞ্জর ভাঙ ভগবান,
শোক তাপ হোক অবসান ;
এ উৎকট রোদনের শেষ
কর, কর, কর পরমেশ !

শূন্যের পূর্ণতা

কৃষ্ণ হ'তে পাংশু হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'তে ব্যাপ্তি ল'য়ে
শকুন্তের ছায়া ক্রমে আলোকে মিলায় !
জিজ্ঞাসা সংশয়-শেষে, দগ্ধ রিক্ত চিত্ত দেশে
অনাসক্ত পূর্ণজ্ঞান বিহরে লীলায় !

১৪ই জ্যৈষ্ঠ

(আমার পিতামহ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের
সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে রচিত)

অনেক দেছেন যিনি মানবেরে অরূপণ করে,—
ধীশক্তির দাতা বলি' মুখ্যভাবে ধ্যান তাঁর করে
আমাদের এ ভারত ; প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায়
মুখরিত করি দিক শ্রেষ্ঠ সে দানের কথা গায় ।

সেই শ্রেষ্ঠ বিভূতিতে ছিলে তুমি ভূষিত ধীমান !
জ্ঞানাজ্ঞানে নেত্র মাজি' বিশ্ব-দৃশ্য দেখিলে মহান !
বিজ্ঞানের তূর্য্যানাদে স্তব্ধ করি' দিলে তুচ্ছ কথা,
সর্ব সঙ্কীর্ণতা ত্যজি' নিলে বরি' বিশ্বজনীনতা ;—

কুহ ও কেকা

অন্ধ বিশ্বাসের বিষে জর্জরিত এ বঙ্গ-ভুবনে,
এনে দিলে জ্ঞানামৃত ; হ'লে গুরু চক্ষুঃস্মীলনে ।
সত্যের করিতে সেবা স্বার্থ, সুখ, স্বাস্থ্য
মিথ্যা সংস্কারের মোহ ক্ষয় করি' দিলে তিলে তিলে ।

অন্ধ পথে থাম নাই সন্ধি করি' অজ্ঞতার সনে,
স্বর্য়াকান্ত মণি তুমি পরিপূর অপূর্ব কিরণে ।

(২)

আজি তব মৃত্যুদিনে, ওগো পূজ্য ! ওগো পিতামহ !
এনেছি যে দীন অর্ঘ্য—তুমি সে প্রসন্ন মনে !
বার্ষিকী এ শ্রাদ্ধে তব পিণ্ডভোজী ডাকিনি ব্রাহ্মণ,
জানি তাহে হইত না, ওগো জ্ঞানী ! তোমার তর্পণ ;

অস্তরের শ্রদ্ধা শুধু আমি আজি করি নিবেদন ;—
এই তো বথার্থ শ্রাদ্ধ—কীর্ত্তি-কথা স্মরণ কীর্ত্তন ।
সত্য-দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা চাই,—
বুদ্ধেরে পূজিতে যেন রক্তধারে বেদী না ভাসাই ;—

অবতার বলি' মুখে, যেন, হায়, অজ্ঞতার ফলে
রঘুবীরে না বসাই মৎশ, কুম্ভ, বরাহের দলে ;—

কুহু ও কেকা

তব প্রিয় কৰ্ম্ম ত্যজি' যেন তব তর্পণে না বসি'
বিদ্যা তপ বিবর্জিয়া শুধু যেন কোলীত্ত না ঘোষি' ।

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী ! হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায় ।

শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে

আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অপ্রভেদী তীব্র জ্বালা,—
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উদ্ধাতরল জ্বালায় মালা !
যাচ্ছে পুত্র দেশের গর্ভ,—শ্মশান শুধু হ'চ্ছে আলা,
যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা ।

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুডি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা,
পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মোলবী সে যাচ্ছে পুড়ে,
ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুলবুলেতে,—
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে ;
পড়ছে ভেঙে চোথের উপর বর্তমানের বাবিল-চূড়া,
দানেশ-মন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া ।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিবল উজল একটি তারা,
রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা ;
নিবে গেল অমূল্য প্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা,
বঙ্গ ভূমির ললাট 'পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা ।

সাগর তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিছাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে স্নগস্তীর !
সাগরে যে অঙ্কি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।

নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার !
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার !
নাম্লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ অতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিছা দিয়ে আর—
অদৃষ্টের ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরণ নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণে শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্তি ঘন মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর ।

কুহ ও কৈকা

স্বরণ-চিহ্ন রাখতে পারি' শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরং নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্বরণ-চিহ্ন মূর্ত !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিল্ল বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই স্নে এমন বীর ।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজ'ব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্ছে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার ।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়ি ধন,
খুঁজ'ব তারে, আন্ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়ের রাখব তারে, থাক'ব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগায় ।

রাখব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগ'বে নাকো, অটুট হ'বে ঘর !
উচিয়ে মোরা রাখ'ব তারে উচ্ছে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্যাদায় যার ।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;

কুহু'ও কেকা

বিচার ঘাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরস্তর ।—
দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডুরূপী গুণাদিগের হার,
“বাপু মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !”
“অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে?—একি বিষম লাজ !
বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! নীর !
বীরসিংহের সিংহ শিশু ! বীর্যো স্মরণীয় !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্লনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয় ।

ঋষি টল্‌ফটয়

সকীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ ক্ষুণ্ণ ছিল জগজন
অন্ধকূপে বন্দী সম ; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন,
ওগো ঋষি কৃষিয়ার ! মুক্ত রন্ধে স্বর্গের বাতাস
প্রবেশিল অন্ধকূপে ; বিশ্ববাসী বাঁচিল নিশ্বাস

কুহ ও কেকা

ফেলি ; ওগো টল্‌ষ্টয় ! বিনাশিলে তুমি মহাভয়
মানবের ; প্রচারিলে পৃথীতলে বিশ্বাসের জয় ।
মহাবৈষম্যের মাঝে প্রচারিলে সাম্যের বারতা,
উচ্চারিলে, দ্রষ্টা ! তুমি, মহামিলনের পূর্বকথা ।

বাণী তব মৃত্যুহীন মৃত্যুময় এ মর্ত্যভুবনে
ওগো মৃত্যুজয় কবি ! হে মনুষি জাগে, আজি মনে
সিদ্ধার্থের স্মৃতি স্মৃতি,—তোমার শুনিয়া করব,
সেই সুর, সেই কথা ; তারি মত—তারি মত সব !

সেই ভাষা ! সেই তপ ! সেই মহামৈত্রীর বাখান !
বুদ্ধকল্প বিশ্বপ্রেমে বর্তমানে তুমি মহাপ্রাণ !

কবি-প্রশান্তি

(ঋষি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংবর্ধনা উপলক্ষে রচিত)

বাজাও তুমি সোনার বীণা হে কবি ! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি বঙ্গে !
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি ভুবন জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে ।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা মাঝে নন্দা !

যে ফুল ফোটে স্বর্গ বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা !

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব ।

দর্ভ তব আসন-খানি
অতুল বসি' লইবে মানি'
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব ।

জীবন-ব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ ;
পাশ্বে এসে পুষ্প-রথে
পৌঁছিলে হে অর্দ্ধ পথে,—
সারথি তব শুভ্র-শুচি কীর্তি অকলঙ্ক ।

অর্দ্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পূরে চিত্ত ;
সোনার তরী দিয়েছ ভরি',
তবুও আশা অনেক করি ;
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত ।

কুহ ও কৈকা

চাতক ! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু !

মরাল ! তুমি মানস-সরে

ফিরেছ কত হরষ-ভরে,

চকোর তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু ।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,

বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন !

বিষাণ যবে বাজালে, মরি,

গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'

মিশিল স্রোতে বন্ধ ধারা, পাষণ-কারা ভগ্ন ।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,

দিশারি ! তুমি দেখাও দিশা, ডুবরি তোলো রত্ন ।

যে তানে টলে শেষের ফণা

পেয়েছ তুমি তাহারি কণা,—

অমৃত এনে দিয়েছে শ্রোনে,—নহে সে নহে প্রত্ন ।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরাণ-শোষী দুঃখ,

গৌণ যাহা না গনি' তাহে চিনিয়া নিলে মৃথ্য ;

শোকের রাতে রহিলে ধ'রে

হিরণ্ময় মৃণাল ডোরে,

রুদ্ধে নিজে বরণ ক'রে রসায়ে নিলে রুদ্ধ ।

কুই ও কেকা

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির-দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগৎ যবে ক্ষিপ্ত ;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা—
চাহনা তবু মুক্তি বিনা,
উজল মনোমুকুর তব হয়নি মসীলিপ্ত ।

বাজাও কুবি ! অলোক বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও স্নেহা গন্ধে ;
যে ভাব ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে,
তোমার নামে মেতেছে দেশ,—মিলেছে মহানুন্দে ।

গহন মেঘে বিজলি সম উজলি' আছ বঙ্গ,
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ !
সূর্য্য সম উজলি' ভূমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল হৃদয়-প্রাণ লভিয়া তব সঙ্গ ।

কুহ ও কৈকা

অর্ঘ্য

(কবি-সম্বন্ধনা উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র সভ্যদিগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)

নেতধটি মোরা পাই নাই খু জে,
বিশ আড়া ধান আনি নি কবি ।
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি—
বিকচ কমল কোমল ছবি ।
পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি,
আখিজলে শুধু করি' অভিষেক
দর্ভ আসনে বসাতে চাহি ।
জীবনের বহু শূণ্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছ বীণার তানে,
অন্ধ যামিনী হেসেছে পুলকে,—
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে ।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য ?
কোথা পাব মোরা ভাবি গো তাই ;—
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই !

ব্রহ্মবিদের তুমি বরণ্য,—
কাব্য-লোকের লোচন রবি !
স্বর্গে বসিয়া আশিষিছে তোমা,
ব্রহ্মবাদিনী বাচকবী ।
শ্রদ্ধার শ্রব্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
তোমাব যোগ্য নাহিক অর্ঘ্য,—
তবু লও প্রীতি রাখীর ডোরা ।

নিবেদিতা

প্রস্থতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;—
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
বিদেশিনী নিবেদিতা ! স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ তেয়োগি'
দীন দেশে ছিলে দীন ভাবে ; হৃঃস্থ এ বঙ্গের লাগি'

সঁপেছিলে সর্বধন,—কায়, মন, বচন আপন,—
ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্ম-নিবেদন ।
ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হ'তে,
দিয়েছিলে স্নিগ্ধ ক'রে অনাবিল মমত্বের স্রোতে ।

কুহ ও কেকা

তপস্কার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
জেলেছিলে স্বর্ণ দীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিবমূলে মাতৃরূপা শকতির ;—
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর ।

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অন্ন-আয়ু হুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈল মূলে ;—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী !

নফর কুণ্ড

নফর নফর নয়,—এক মাত্র সেই তো মনিব
নফরের হুনিয়ায় ; দীন হীন প্রতি জীবে শিব
প্রত্যক্ষ ক'রেছে সেই । নহিলে কি অস্পৃশ্য মেথরে
বিপন্ন দেখিয়া, নিজ প্রাণ দিতে পারে অকাতরে
হঃস্থের উদ্ধার লাগি' ? পক্ষে সে মানে নি অগৌরব ;
সে শুধু মানস-চক্ষে দেখেছে গো বিপন্ন মানব ;
শুনেছে মনের কানে মুমূষু জনের আর্তরব,—
অমনি গিয়েছে ভুলে পুত্র, জায়া, পিতা, মাতা,—সব,—
গৃহ, গৃহস্থালী-সুখ ; বাষ্প-বিষ-বিহ্বল-গহ্বর
নেমেছে অকুতোভয়ে ;—একটি সে জীবনের তরে ।

কুহ ও কেকা

একটি প্রাণের লাগি' নিজ প্রাণ দেছে মহাপ্রাণ ।
স্বদেশী বিদেশী মিলি' স্মরে আজি পুণ্য অবদান
নিঃস্ব এই নফরের । নফর আজিকে পুণ্যশ্লোক ;
আলোকিছে মাতৃভূমি শুভ তার স্মৃতি-আলোক ।

দেশবন্ধু

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদে গীত)

বন্ধুর ভালে চন্দন-টীকা কঠে কমল-মালা,
দেশ-বন্ধুর শুভ আগমনে হৃদি-মন্দির আলা !
মাধবে মাধবী-কঙ্কণ বাঁধ বন্ধুর মণিবন্ধে,
লোক-বন্ধুর গৌরব-গাথা গাঁথ মনোরম ছন্দে ;
বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা,—
ইন্দু-কিরণ-নিন্দিত যার মুকুট-রশ্মি-জালা ।
বন্ধুর তরে তোরণ রচনা করেছে নূতন বর্ষ,—
নবীন পুষ্পে নব কিশলয়ে ; উথলে নবীন হর্ষ !
বর্ষণ করে লাজ-অঞ্জলি কল্যাণী পুরবালা,
জনবন্ধুর আগমন-পথে লক্ষ কুসুম ঢালা ।

জ্যোতির্মণ্ডল

যাঁহাদের পূজ তেজে দীপ্ত আজি বঙ্গের গগন,
বাঙালীর চিত্তপটে তাঁহাদের একত্র মিলন !
মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় ক'রেন বিরাজ,
সৌর জগতের সত্য সাহিত্য-জগতে হের আজ
হ'য়ে আছে সপ্রমাণ ! উর্দ্ধে তার নিম্পন্দ আলোক,—
যুগ-যুগন্ধর রাজা আছেন রচিয়া ধ্রুব-লোক ;
আর্ষ-লোক পার্শ্বে তার,—তপঃ ক্লিষ্ট সপ্তর্ষি মণ্ডল,—
সুত, শাস্ত্র স্মৃগন্তীর পুরাতন জ্যোতিষ্কের দল,—
অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী বিচার সাগর,—
দূরতায় মন্দীভূত রশ্মি তবু স্পষ্ট স্মৃগোচর ।
রবির দক্ষিণভাগে বক্ষিম বঙ্গের বৃহস্পতি ;
বামে মধু শুক্রগ্রহ ;—বিতরিল যেই শুভ্র জ্যোতি
রবি উদয়েরও আগে । শূন্যে শোভে নীহারিকা-সেতু,
উল্কা আছে, গ্রহ আছে, আছে তারা, আছে ধূমকেতু ।

বিশ্ববন্ধু

(বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম্ টেডের মৃত্যু উপলক্ষে)

গ্রহণ-বর্জিত শুচি সূর্য্য সম নিত্য নির্গিমেষ
নিয়ন্তার নেত্রবিভা পশেছিল ও তব পরাণে ;
তাই জান নাই শঙ্কা, তাই তুমি মান নাই ক্লেশ,
বিবাদ, বিপদ, বিঘ্ন ; টল নাই নিন্দা অপমানে ।

হে তেজস্বী ! অগ্নি-সত্ত্ব ! হে তপস্বী ! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে ; তোমার নাহিক আত্মপর ;
ঘোষণা ক'রেছ তুমি নিত্য সত্য ; চিত্ত স্বার্থ-লেশ-
শূন্য তব চিরদিন ; ধৃতব্রত তুমি ঋতন্তর ।

“জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়ে গ্রায়-নিষ্ঠ শুচি অনুষ্ঠানে”
এ তোমার মূলমন্ত্র,—এ তোমার প্রাণের সাধনা ;
জয়-ডঙ্কা-নাদে তাই আতঙ্কিত হ'তে তুমি প্রাণে
দুর্কলের পীড়াভয়ে । বিশ্ব-মানবের আরাধনা,—

সনাতন গ্রায়-ধর্ম্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত ;—
কত অভিচার-মন্ত্র নষ্টবীর্য্য তব শঙ্খ রবে !
হে বিশ্বাসী ! বিশ্ববন্ধু ! ওগো কস্মী উদার-চরিত !
নিঃস্ব নির্জীতের পক্ষে একা তুমি যুদ্ধেছ গৌরবে ।

কুল ও কেকা

হে ধর্মিষ্ঠ ! আত্মনিষ্ঠ ! লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি
অন্তে তুমি সমুদার ! মানুষের রার্জ্যের বাহিরে ;
উর্দ্ধে শুধু নীলাকাশ—সীমাহীন, অনন্ত, অনাদি,
নিম্নে লীলায়িত নীল উচ্ছ্বসিত চন্দ্রমা-মিহিরে ।

তোমার সমাধি ভঙ্গ করিবে না তরঙ্গ দুর্জয়,
আত্ম-প্রাণ-দানে তব আর্তত্রাণ ঘটেছে সূক্ষ্মণে ;
কীর্তনীয় তব নাম ; কীর্তি তব অমর অক্ষয়,
ক্ষাত্রধর্ম্য মূর্ত তুমি, হে যশস্বী ! জীবনে মরণে ।

চৌদ্দ প্রদীপ

চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবন উজল করি,
বিস্মৃত শত অমা-যামিনীর কাজল হরি ;
পিতৃযানের অজানা আধারে আলোক জ্বালি,
আলোর রাখীতে বাঁধি গো অতীতে,—ঘুচাই কালি !
মৃত্যু গহনে বিস্মৃত জনে স্মরণ করি,
স্মৃতি-লোকে সবে আগাই পুলকে চিত্ত ভরি' ।
কল্পনা দিয়ে করি গো সৃজন কল্প-লতা,—
অশ্রু-হিমালী জড়িত আকাশে অতীত-কথা !

চৌদ্দ প্রদীপে সপ্ত ঋষিরে স্মরণ করি,
ত্রিশকু অগ্নি বিশ্বামিত্রে বরণ করি ;
স্মরি অগস্ত্যে—ফেরে নি যে আর যাত্রা ক’রে,
স্মরি গো বুদ্ধে—জ্ঞানে প্রেমে যার ভুবন ভরে ;
স্মরি পরাশরে—তার রাক্ষস-সত্র-কথা,
স্মরি মৈত্রেয়ী অরুন্ধতীরে পতিব্রতা ;
বাল্মীকি আর কালিদাস কবি জাগিছে মনে,
দোলাইয়া শিখা নমিছে প্রদীপ দ্বৈপায়নে ।

ভীষ্মের স্মৃতি উজলিছে দীপ হৃদয়-লোকে,—
সাবা ভারতের পিতামহ সেই অপুত্রকে ।
জাগিছে ভরত সর্বদমন ভারত-আদি,—
অশোক-প্রতাপ-পৃথ্বী-বিজয়সিংহ-সাথী !
জাগে বিক্রম অভিনব নব-রত্নে ধনী,
যবনী রানীর বক্ষে জাগিছে মৌর্য্যমণি ।
লুপ্ত দিনের বিস্মৃতি-লেপ ঘুচেছে কালো,
চৌদ্দ প্রদীপে আজিকে চৌদ্দ ভুবন আলো ।

কোলাকুলি আজ তিমিরে দোলায়ে আলোর দোলা !
চৌদ্দ যুগের চৌদ্দ হাজার ঝরোখা খোলা !
এ পারে প্রদীপ উদ্ধা ওপারে উলসি’ ওঠে,
পিতৃযানের মাঝখানে আজ বার্তা ছোটে ;

কুহু ও কেকা

আনাগোনা আজ জানা যেন যায় আকাশ 'পরে,
পিতৃগণের পদ-রেণু আজ আঁধারে বর্ষে !
আঁধার-পাথারে আকুল হৃদয় পেয়েছে ছাড়া,
চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবনে জেগেছে সাড়া ।

বন্দরে

শাস্ত্র-শাসন রইল মাথায়, তর্ক মিছে,—'নেইক ফল ;
বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ,—'বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
বাজে কথায় কান দিয়োনা, কান দিয়োনা ক্রন্দনে,
তুলতে হ'বে সিন্ধু-দোলায় বিরাট বুকের স্পন্দনে ।

সাগর-পথে যাত্রা-নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধুমাবে—মুক্তাভরা শুক্তি ও ;
ফিরব মোরা দশটা দিকে রত্নাকরের বুক চিরে,
রত্ন নেব, মুক্তা নেব, সঙ্গে নেব লক্ষ্মীরে ।

বাণিজ্যে সে বসত্ করে সিন্ধুজলে জন্ম তার,
সাগর সঁচে আন্ব তারে আন্ব ঘরে পুনর্বার ;
আন্ব ঘরে মাথায় ক'রে বিত্তা মৃত-সঞ্জীবন,
শুক্ল ঋষির চরণ-ধূলায় পরব মোরা জ্ঞানাজন ।

দেবযানীরে রাখ'ব খুসী ব্রহ্মচর্যা ছাড়ব না,
আপনজনে ভুল'ব না' রে পরের আদর কাড়ব'না ;
জালের কাঁঠি নিরেট খাঁটি, ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকার,—
মিললে নিধি, জলের তলে থাকবে না সে ছড়িয়ে আর ;—

ঘেঁষে ঘেঁষে ঘনিয়ে এসে মিলিয়ে দেবে সকল খুঁট,—
যেন ঘড়াটি ধরবে আঁটি' লাখ্ আঙুলের লোহার মুঠ !
ছড়িয়ে গিয়ে জগৎমাঝে মিল'ব মোরা অন্তরে ;
নূতন ক'রে পড়ব বাঁধা দেশের মাক্স-মস্তরে ।

পাঁজি পুঁথি রইল মাথায়, জ্ঞানের বাড়া নেইক বল,
যৌবনের এই শুভক্ষণে বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
হিন্দু যখন সিদ্ধপারে করলে দখল যবদ্বীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?

কোথায় ছিল জাতির তর্ক—অর্কফলার আন্দোলন—
যেদিন রুদ্র সমুদ্রে বিজয় দিল আলিঙ্গন ?
মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মৃষ্টপ্রতিষ্ঠা রামসীতার—
বিধান দিল কোন্ মনীষি ?—খোঁজ রাখে কি পুরাণ তার ?

উড়ুপ-যোগে ছ'দিন আগে হিন্দু যেত সিদ্ধ পার,
মিশর, পেরু, রোম, জাপানে ছুট'ত নিয়ে পণ্যভার ;

কুহ ও কেকা

তাদের ধারা লুপ্ত হবে ? থাকবে শুধু পঞ্জিকা ?
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হ'ল গঞ্জিকা ?

করুক তবে স্মৃতি বিচার শাস্ত নিয়ে পণ্ডিতে ;
নিঃস্ব করুক নশ্র-ধানী গোময়-লিপ্ত গণ্ডিতে ।
চলবে না কেউ মোদের নিয়ে ?—সাগরের তো চলছে জল ;
পরের কথা ভাবব পরে ;—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল ।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাঙ্গা হাসি হাসছে কেবল,—ভাসছে যেন আলগা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাবনা যা' সে' ওদের পিঠে ।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অনর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল ।

ওরাই ভাল বাসতে জানে

দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,

প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুলতে জানে মনের কল,—

ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল ।

ওরাই রাখে আলিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
 অগ্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
 পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নৃতনেরও আদর জানে
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
 ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
 দেশ দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
 মার্কিনে আর জার্মানিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
 হিবাচীতে আগুন জ্বলে শিখছে ওরা কজাকল ;
 হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
 জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
 সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
 ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল ।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
 যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাশুমুখে গর্বভরে ;
 প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্তে পারে,
 ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে ।
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—কুটি ওদের অনেক হয়,—
 মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
 মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা গুনে অনর্গল,
 প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল

কুহু ও কেকা

তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব স্তম্ভল;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন ; কালোরে কে করিস্ ঘৃণা ?
আকাশ-ভরা আলো বিফল কালো আঁথির আলো বিনা ।
কালো ফণীর মাথায় মণি,
সোনার আধার আঁধার খনি ;
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা ;
কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা !

কালো মেঘের বৃষ্টিধারা তৃপ্তি সে দেয় তৃষ্ণা হরে,
কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্রামসায়রে !
কালো অলির পরশ পেলে
তবে মুকুল পাপড়ি মেলে,—
তবে সে ফুল হয় গো সফল রোমাঞ্চিত বৃন্ত 'পরে ;
কালো মেঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে ।

সন্ন্যাসী শিব শ্মশান-বাসী,—সংসারী সে কালোর প্রেমে ;
কালো মেয়ের কঁটাকেরি ভয়ে অসুর আছে থেমে ।

দৃগু বলীর শীর্ষ'পরে

কালোর চরণ বিরাজ করে, •

পুণ্য-ধারা গঙ্গা হ'ল—সেও তো কালো চরণ ঘেমে ;
দুর্বাদলশ্যামের রূপে—রূপের বাজার গেছে নেমে ।

প্রেমের মধুর টেউ উঠেছে কালিন্দীরি কালো জলে,
মোহন বাঁশীর মালিক যেজন তারেও লোকে কালোই বলে ;

বৃন্দাবনের সেই যে কালো,—

রূপে তাহার ভুবন আলো,

রাসের মধুর রসের লীলা,—তাও সে কালো তমাল তলে ;
নিবিড় কালো কালাপানির কালো জলেই মুক্তা ফলে ।

কালো ব্যাসের রূপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি ;

কালো বামুন চাণক্যেরে

আঁটবে কে কুট-নীতির ফেরে ?

কাল-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাবসী কালো, লোকমানেরে মানে আরব আর ইরাণী ।

কুহ ও কেকা

কালো জামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে—
কালোর আলো জলছে আজো, আজো প্রদীপ যায়নি নিবে ;

কালো চোখের গভীর দৃষ্টি

কল্যাণেরি করছে সৃষ্টি,—

বিশ্ব-ললাট দীপ্ত—কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত চোখের ঠাণ্ডা কাজল—তৈরী সে এই স্নান প্রদীপে !

কালোর আলোর নেই তুলনা—কালোরে কী করিস্ সৃণা !
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল—চোখের তারা বিনা ;

কালো মেঘে জাগায় কেকা,

চাঁদের বুকেও কৃষ্ণ-লেখা,

বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা,
কালোর গানে জীবন আনে নিখর বনে বয় দখিনা !

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীরে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,

কোল-ভরা যার কনক ধাতু, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শর্ত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঙ্কিত ভূমি বঙ্গে ।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
অমির হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি ।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে ।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয় ।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে ।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাজ্যাকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার ।
বাঙালী অতীশ লজ্জিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বলিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর ।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি' ।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সঙ্কতের কাঞ্চন-কোকনদে ।

কুহ ও ককা

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্রাম-কাষোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি ।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল হ্রার ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর ।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজস্রায় ।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুদী
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি ।

মম্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি' ।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জালি,
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া ।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয় ।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া ।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায় বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া ।

বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে ।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন ।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ প্লাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাতে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গন্তীরা নিশি কাটে ;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলিত হইব শতকোটি ।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে ।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বৈধাধ্বনি ;
'মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেগীর তীরে ।

ফুল-শির্গি

(মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের অত্যর্থনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক
আহুত সভায় কোজাগর পূর্ণিমার পঠিত ।)

গুগ্‌গুন্স আর গুলাবের বাস

মিলাও ধূপের ধূমে !

সত্যপীরের প্রচার প্রথমে ,

মোদেরি বঙ্গভূমে ।

পূর্ণিমা রাতি ! পূর্ণ করিয়া

দাও গো হৃদয় প্রাণ ;

সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে

হিন্দু মুসলমান !

পীর পুরাতন,—নূর নারায়ণ,—

সত্য সে সনাতন ;

হিন্দু মুসলমানের মিলনে

তিনি প্রসন্ন হ'ন্ ।

তাঁরি ইশারায় মিলিয়াছি মোরা

হৃদয়ে জ্যোৎস্না জ্বালি' ;

তাঁহারি পূজায় সাজায়ে এনেছি

ফুল-শির্গির ডালি ।

